বিশ্রাম।

শ্রীরজনীকান্ত সেন
প্রণীত।

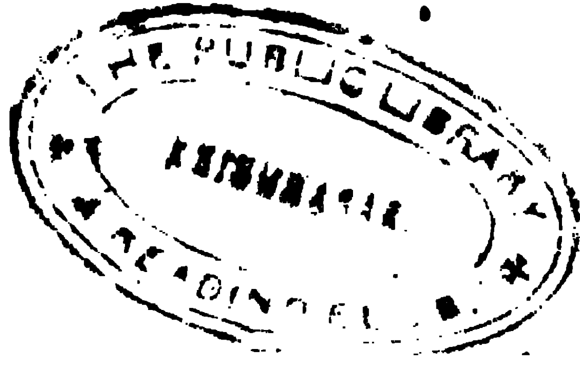
Second Edition.

Calcutta:
S. K. LAHIRI & CO.
56, COLLEGE STREET.

1913

মূল্য ছয় আনা।

RINTED AT THE COTTON PRESS BY JYOTISH CHANDRA GHOSH
57, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

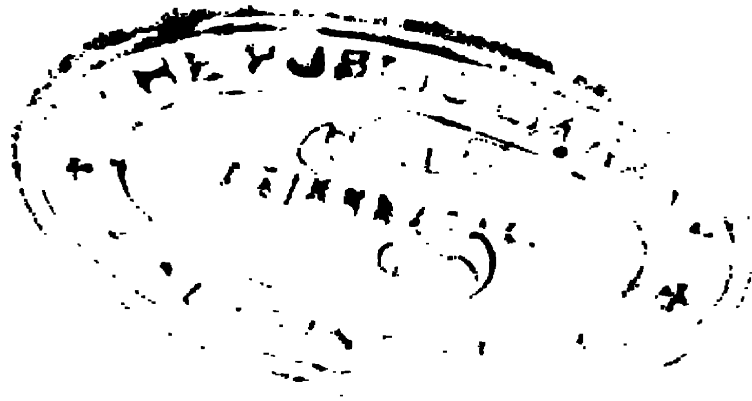


সূচী

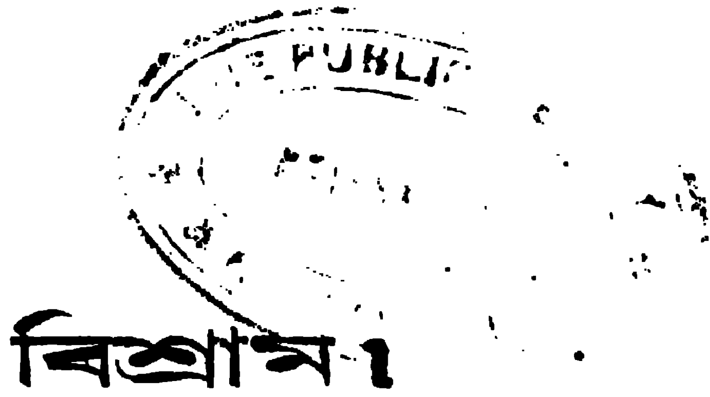
বিষয়। পৃষ্ঠা।

কৌতুক।

পরিণয় মঙ্গল



কৌতুক।



বিশ্রাম।

একটি জিনিষ এলনা ভাই দেখে গণ্ডগোল।

পূজো এল, তারি সঙ্গে সবই এল আবার,
পেঁচা, ময়ূর, সিংহ, ইঁদুর, ষাঁড়টা এল বাবার।
হাতীমুখো গণেশ এল, টেড়িকাটা কুমার,
লক্ষ্মী সরস্বতী এল ডাইনে বাঁয়ে উমার।
দশহাতে দশ অস্ত্র এল, সাপ এল আর অসুর,
(মালাকার আর কুমোর ভায়ার ওস্তাদির নাই কসুর),
পুষ্পবিল্বপত্র এল, কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ,
ঢোল এল আর সানাই এল, মস্ত মস্ত ঢাক।
ধূপধুনো নৈবেদ্য এল, এল হুলুধ্বনি,
গরীব লোকের এল পাঁঠা, মোষ আন্‌লেন ধনী।
লোকারণ্য সঙ্গে নিয়ে এল হট্টরোল,
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ এল, এল মূর্খ পূজক,
পুরুত সঙ্গে টিকি এল, বিশুদ্ধাচার সূচক।
রেশমী নামাবলী এল নিষ্ঠাবত্তার সাক্ষী,
"ইদং ধূপ", এবম্প্রকার এল শুদ্ধ বাক্যি।

কলসী, বাটি, থালা এল, পুরোহিতের প্রাপ্য,
যজমানের বাপান্ত এল, ছিল যেটা যাপ্য।
ধোলাই করা পৈতে এল, গঙ্গামাটির ফোঁটা,
'কারণ' ক'ত্তে whisky এল, আর ক' বোতল সোডা।
ব্রাহ্মণদের ফলার এল, বিধবাদের উপোস,
পকেট্ কাটার কাঁচি এল, বদ্মাইসের মুখোস্।
শাক্তের এল বাঁয়া তব্লা, বৈরাগীদের খোল,
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

কর্ত্তার এল আকাশভাঙ্গা জলের মত খরচ,
(কতক প্রজার খরচা আদায়, কতক খতে করজ),
আর এল ডসনের জুতো, ল্যাভেণ্ডার আর আতর,
ঢাকাই ফরাসডাঙ্গা ধুতি শান্তিপুরে চাদর।
Greenseal, lemonade, ginger এল ডজন কুড়ি,
Cake, biscuit, Burma cigar এল দু'দশ ঝুড়ি।
তারি সঙ্গে এল বাবুর বাবুর্চ্চি 'রমজান',
আগে চ'ল্‌ত beefটা বেশী, ইদানীং কম খান।
প্রাণেতে এয়ারকি এল, বাইরে এল চটক,
তোয়াজ কত্তে মদের এয়ার, এল বিপুল কটক।
তাদের মুখে এল, 'মাইরি', 'যাদু', 'আম'রে যাই' বোল,
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

ছেলেদের সব পোষাক এল চক্‌মকে তার রং,
কারো গায়ে লাগ্‌ল ভাল, কারো জবড়জং।
খেল্‌না, বাঁশী, চিনের পুতুল, কলের রেলের গাড়ী,
মেয়েদের সব সেমিজ জ্যাকেট, এল পার্শী সাড়ি।
সার্ট কোট, আর দু'তিন ডজন এল silkএর মোজাই,
ষ্টীলের বাটি, কাঁচের গেলাস এল বাক্স বোঝাই।
চুড়ি এল, সাবান এল, এল কুন্তলীন,
কেশরঞ্জন, জবাকুসুম, এল কেরোসিন্।
বৃদ্ধের এল চুলের কলপ, যুবার এল অটো,
ছুটিহীন কেরাণীর গিন্নির কাছে এল ফটো।
প্রাণের প্রেমটা থাক্ বা না থাক্ বাইরে এল 'কোল',
কেবল একটি জিনিষ এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল।

'সাপ্তাহিকের' এল মজার সস্তা উপহার,
সিকি মূল্যের বিজ্ঞাপন এল দশ হাজার।
ষ্টীমার রেলে যাতায়াতের এল অর্দ্ধ ভাড়া,
মরণ এল তাঁদের, গিন্নির গয়না নেন্‌নি যাঁরা।
গয়না, কাপড়, ঔষধ আদির এল heavy bill,
সম্বৎসরের নিকেশ এল, এল তহবিল মিল।
দোকানদারের নূতন চালান, এল বস্তা বস্তা,
(তার) অধিকাংশই বাইরে সোণা, ভিতরে নিরেট দস্তা।

বিশ্রাম।

বিরহ আর মিলন এল, এল হাসি কান্না,
বার্ষিক নিতে গুরু এলেন, স্বপাক ভিন্ন খান্ না।
যাত্রা, খেমটা, ঢপ এল, আর এল কবির ঢোল,
কেবল একটি জিনিষ * এল না ভাই দেখে গণ্ডগোল

ভক্তি।

স্বর্গের খবর।

আমাদের, স্বর্গের সহযোগিনী, 'দেবলোক হিতৈষিণী'র,
গত সপ্তাহের ইস্যু প'ড়ে,
জানা গেল খবর মন্দ, কাগজটা বুঝি হয় বন্ধ,
বড় বিপদ দেবের ঘরে ঘরে।

তাঁদের পুরাতন সংবাদদাতা, সুযোগ্য নারদ ভ্রাতা,
মারা গেছেন তিন দিনের জ্বরে,
আর, সম্পাদক গনেশ ঠাকুর, হেঁটে যেতে কৈলাসপুর,
পা ভেঙ্গেছেন হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে।

কার্ত্তিকের বড় ছেলেটি, সার্‌কাসে কাজ করেন যেটি,
লায়েক ছেলে বড় রোজগেরে,
দুঃখের সংবাদ বটে, গিয়েছে তার মাথা ফেটে,
হোরাইজণ্ট্যাল্ বার থেকে প'ড়ে।

আগুনে পুড়েছেন ব্রহ্মা, দালান চাপায় বিশ্বকর্ম্মা,
বরুণ সে দিন জলে ডুবে মরে,
আর, যম রাজা মহিষের সিঙ্গে, অচিরে ফুঁকেছেন সিঙ্গে,
পবন ঠাকুর মারা গেছেন ঝড়ে।

ইন্দ্রের বড় বিষম হানি, সব চোখে পড়েছে ছানি,
অশ্বিনীকুমার দেছেন অস্ত্র করে,
আর, প'ড়ে প'ড়ে রাত্রি জাগি, সরস্বতী দেবীর নাকি,
বড়ই বেজায় মাথা ঘোরে।

বিশ্রাম।

কেউ বোঝেনা নারীর ব্যথা, অহল্যা আর ইন্দ্রের কথা,
শচীর কাণে দিয়েছে কোন্ চরে !
শুনে বল্লেন, 'উহু উহু', হিষ্টিরিক্ ফিট্ মুহুর্মুহু,
তুলেছেন সব মহাব্যস্ত ক'রে।
ধন্বন্তরী ডাক্তার, দেশে দেশে ডাক তাঁর,
হাত যশে ভুবন ছিল ভ'রে,
বহুদর্শী লোকটা মস্ত, হ'য়ে দুই তিন দাস্ত,
পটোল তুলেছেন চির তরে।
ভার হয়েছে স্বর্গে টেকা, বিউবনিক প্লেগ দে'ছে দেখা,
আগে এসে মৃত্যুঞ্জয়ে ধরে,
হয়েছে কিছু কঠিন শোকটা, বহুকালের পুরাণো লোকটা,
মারা গেছেন চব্বিশ ঘণ্টার পরে।
পড়েছে কি দুঃখের দশা, সর্পাঘাতে মা মনসা,
ম'রে আছেন নিজের শয়ন ঘরে,
হয়েছে কি সর্ব্বনাশই, বসন্তে শীতলা মাসী,
মারা গেছেন বুধবারের ভোরে
এ দিকে বিপদ ভারি, ডাকাতি কুবেরের বাড়ী,
তদন্তের ভার কার্ত্তিকের উপরে,
ডাকাতির কিনারা হয় না, দিক্‌পালেরা মাইনে পায় না,
কখন যেন তারাও চাকরী ছাড়ে।

বিশ্রাম

অন্নপূর্ণা রাঁধ্‌তে গিয়ে, ফেলেছেন হাত পা পুড়িয়ে,
চাল নাকি বেড়েছে লক্ষ্মীর ঘরে,
আর চিত্রগুপ্ত দিতে নিকেশ, হয়েছে তাঁর দফা নিকেশ,
মবলগ টাকায় ঠেকেছেন এবারে।
হ'য়ে গেছে ছারখার, বেড়ে ধুধু পরিষ্কার,
উর্ব্বশীদের পাড়ায় আগুণ ধ'রে,
তার গহনারি বাক্‌স বেজায় ভারি, বের কত্তে তাড়াতাড়ি,
সামনের দু'টো দাঁত ভেঙ্গেছে প'ড়ে।
ধ্রুবলোকের গেছে দম্ভ, মুহুর্ম্মুহু ভূমিকম্প,
বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠ্‌ছে ন'ড়ে,
বিষ্ণু, নিয়ে লক্ষ্মী বাণী, তুলে টিনের ঘর দু'খানি,
বাস কচ্ছেন দালান কোঠা ছেড়ে।
আর, গনেশের ঐ মূষিক বেটা, ঘটিয়েছে বড় বিষম লেঠা,
বাণীর রীডিং রুমে রাত্রে প্রবেশ ক'রে,
তাঁর, Comparative Philologyর Manuscriptএর
ভেতর বাহির,
কেটে দিয়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে।
আর, ঐ শিবের সর্ব্বনেশে ষাঁড়, এগোয় কে সম্মুখে তার?
ঢুকে নন্দন কাননের ভিতরে,
কুঞ্জ করেছে চুরমার, বংশ নাই আর শাকপাতার,
পারিজাতের দফা দিয়েছে সেরে।

মিউনিসিপাল ইলেক্‌সন্

(১)

কালীপ্রসাদ দত্ত, ভারী বিচক্ষণ এম, এ,
ছুটেছেন রোদে, গেছেন বিলক্ষণ ঘেমে।
বপুখানি চৌহারা, (আর) জবরজঙ্গ চেহারা,
ছুট্‌তে ছুট্‌তে কাপড় গেছে নাভির নীচে নেমে।
কাছা গিয়েছে খুলে, পা গিয়েছে ফুলে,
হাঁপ ছাড়বার অবকাশ নাই একটু খানি থেমে।

(২)

উক্তরূপে ছুট্‌তে থাকুন কালীপ্রসাদ দত্ত,
এই ফাঁকে নেয়া যাক তাঁর একটুখানি তত্ত্ব।
তিনি একজন বি, এল, ও আইনটা হাতের তেলো,
(যদিও তাতে আমাদের কি বেশী এল গেল),
কারণ নাই তাঁর পসার, আর বাজার যেমন কসার,
শেষ থাক্‌তনা দত্তর পো'র লাঞ্ছনা দুর্দ্দশার,
যদি না পেতেন সাহায্য তাঁর দয়াল শ্বশুর মশা'র।

(৩)

এই পরিচয়ের অন্তর্গত যে কালীপ্রসাদ দত্ত,
তিনি চলেছেন—যেন এক ঐরাবত মত্ত,
পায়ে বিলিতি বিনামা, গায়ে বেড়ে একটি জামা,
নিজের উপার্জ্জনের ? না, না ! শ্বশুরের প্রদত্ত।
আর এই দ্রুত গতিশীল জীবের,—নিঃসন্দ,
যদি শুঁকৃতে পেতেন বদন, ধ্রুব পেতেন মদের গন্ধ।

(৪)

Municipal election এর meeting হবে কল্য,
এই আর কি দত্তের পোকে কি এক ভূতে ধর্‌লো
'ক্যান্‌ভাসিং'এ পটু, ভারী দত্তের বটু,
কারুকে বলেন বাপ্‌ সোনা, কারুকে বলেন কটু।
আজ করিমবক্স হাজীর, বাড়ী গিয়ে হাজির,
তার বড় চাচা ছিল নাকি জজের নায়েব নাজির,
আর সে নিজে হচ্ছে সম্বন্ধী হেমাতুল্লা কাজীর।

(৫)

ক'রে গুরুতর ভোজন, কেবল কচ্ছিলেন হাই মোচন,
নল একটা মুখে দিয়ে দীর্ঘ দু'তিন যোজন,
আর পাখা নিয়ে ভুঁড়িটে হাজী কচ্ছিলেন ব্যজন।

ধরা কাঁপাতে কাঁপাতে, আর হাঁপাতে হাঁপাতে
(হোঁচোট খেয়ে বড্ড ব্যথা লেগেছে বাঁ পা'তে)
প্রবেশিলেন দত্তনন্দন যেন এক "হাবাতে"।

(৬)

হঠাৎ গৃহমধ্যে বুঝে দত্তজীর সত্ত্বা,
চমকে উঠে বলে হাজী, "একি বাবুজী, কত্তা,
আদাব! ব্যাপারটা কি? খেপে উঠলেন নাকি?
পায়ে মণটেক ধুলো, আর এই দুপুরে রোদ,
এমন সময় হাজির স্বয়ং হজরত খোদ।"
দিয়ে প্রতিসেলাম, দত্ত বলেন, "গেলাম,
(হায়) মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্তে কতই হোঁচোট খেলাম।
বাপ্‌রে কি রাস্তা, একেবারে নাস্তা-
নাবুদ হ'য়ে গেছি এমনি পচা সড়ক,
ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ঘুরছে মাথা, উঠেছি যেন চড়ক"।

(৭)

ক্রমে হাঁপছেড়ে, আসল কথা পেড়ে,
(আগে) বল্লেন, "হাজি সাহেব, আপনার দাড়িটি বেড়ে,"
আর যদিও পেয়েছি খবর, হাজী বেজাই জবর
কালো, কিন্তু দত্ত তখন দেখেন চসমা দিয়ে,
নিভাজ দুধে আলতা, কালো রংটা কেটে গিয়ে।

(৮)

(তারপর) বেশ ধীরে ধীরে, ওস্তাদি ফিকিরে,
আপন উদ্দেশ্য দিলেন বুঝিয়ে হাজীরে।
অর্থাৎ এই ত কথা মোট, যে ক'রে সবাই জোট,
দত্তজীর কমিসনারীতে দিতে হচ্ছে ভোট।
হাজী একটু বল্লেই, একটু চেষ্টা কল্লেই,
হয়ে যাবে,—এই দশমুদ্রা হাজীর জল খেতে ;
(হাজী) হাস্যমুখে চাক্তি ক'টি নিলেন হাত পেতে।

(৯)

তখন হেসে বলেন হাজী, "বাবু, আমি ত খুব রাজি,
আপনার লাগি ভোট সংগ্রহে বেরোবো আমি আজই,
করবেন নাক' চিন্তে, আমায় পারেননি চিনতে,
আরে খোদাতাল্লা, আপনার সাথে কার পাল্লা ?
দেখবেন কাল সভাতে কি কাণ্ড করেন আল্লা,
আর দুপুর রোদে বাড়ী বাড়ী করবেন নাক হল্লা।"

(১০)

যদিও শুনে হাজীর কথা কতকটা কমল পায়ের ব্যথা,
দত্তনন্দন, হলেন না নিঃসন্দ সর্ব্বথা।
ওখানে থেকে উঠে পাড়ার সকল বাড়ী খুঁটে,
পায়ে ধুলো গায়ে ঘর্ম্ম বেড়ান দ্রুত ছুটে।

(১১)

তিলি পুত্র নফরা, আর হাড়ীর নন্দন গোবরা,
পুলিন ঘোষ, আর মিছু তাঁতী, নদেরচাঁদ কুমোর,
জয়চন্দ্র সাহা, আর কলুপুত্র উমোর,
বড়বিশু চামার, আর ঝড়ুলাল কামার,
আরো কত আছে তত মনে নাইক আমার।

(১২)

বাড়ী বাড়ী গিয়ে, দত্ত প্রবোধিয়ে,
আরো তাদের দেন আপন উদ্দেশ্য বুঝিয়ে,
পরে বলেন, "কাল্‌কে হবে মস্ত একটা সভা,
গিয়ে, 'আমরা দত্তজিকে চাই' এই কথাটি কবা ;
তোমাদের পাড়ায় যে সব পথ আছে নেহাৎ বদ,
নূতন ক'রে বাঁধিয়ে দেবো পুরাণ করে রদ।
পুকুর কেটে দেবো আর দিয়ে দেবো কুয়ো,
আর পাইখানাতে থাক্‌বে নাক একটুখানি—য়ো।"

(১৩)

পরদিন হ'ল সভা, কি কব তার শোভা,
পুঁথি বাড়ে, পাঠক ম'শার সঙ্গে করি রফা,

নানা রকম মানুষ আর নানারকম জাতি,
নানা রকম কাপড় চোপড় নানা রকম ছাতি,
নানা রকম মাথা আর নানা রকম কথা,
নানা রকম গণ্ডগোল ; এই সকলের সমষ্টি,
অর্থাৎ যোগফলে, হ'ল সে মহতী সভার সৃষ্টি।

(১৪)

এক কোনে হাজী সাহেব ব'সে তামাক খাচ্ছেন.
আর উৎকণ্ঠিত দত্ত প্রভুর বদন পানে চাচ্ছেন।
অমনি একমুখে সবাই বলে, "হাজী সাহেবকে চাই,"
দত্তপুত্রের নাম গন্ধ কারও মুখে নাই।
শুনেত দত্তজি, ভাবেন প্রাণ ত্যজি ;
"মজালেরে ব্যাটা আজি, বিশ্বাসঘাতক, নচ্ছার !
আর নয়—কি সর্ব্বনাশ ! পালাই শীগ্‌গির পথ ছাড়।"

(১৫)

হাজী বলেন, "কোথা যান্, আরে শুনুন দত্ত মশাই,
আপনার মত বুদ্ধিমানের এমনিতর দশাই।"
দত্ত বলেন, "হাজি, তুমি অতি পাজি,
টাকা দশটা না দিলে প্রাণটা যাবে আজই।"
ঘুষোঘুষির আকার দেখে প'ড়ে মাঝামাঝি,
সবাই দেয় থামিয়ে, দত্তকে দেয় নামিয়ে,
সিঁড়ি দিয়ে এই মাত্র খবর পেলাম আমি এ।

কেরাণী-জীবন

টাকাটি ভাঙ্গালে, দু'দণ্ডের বেশী
পয়সা বাক্সে থাকে না ;
মাসের দোসরা, মুদি ও কাপুড়ে
আধুলাটি বাকি রাখে না।
সপ্তাহ গত না হ'তেই, যায়
মাইনেটি সোজা উড়িয়া ;
আর চিং হাত কেহ উপুড় করে না,
মরি যদি মাথা খুঁড়িয়া।

আর ক'টা দিন মাসের যা থাকে
চালাইতে হয় বাকিতে ;
দুনিয়ার মধু-ভ্রূকুটি দেখিয়া
জল আসে পোড়া আঁখিতে
এ মাসে গোয়ালা শোধ হ'ল নাকো
দিব এই মাস কাবারে,
গোয়ালা বলিছে, "তা কি হয়, বাবু?
অত দেরী, ওরে বাবারে!"

কলু বলে, "বাবু, তেলের দামটা
চুকাইয়া দিলে হয় না ?"
স্যাকরা বলিছে, "টাকা নাই, তবে
কেন মাগ্‌ চায় গয়না ?"
ঊর্দ্ধ-সপ্তপুরুষের মুখে
দিয়া নানাবিধ খাদ্য,
সেই ক'রে যায় পিতৃলোকের
বিবিধ মাসিক শ্রাদ্ধ।

জ্যেষ্ঠপুত্র বাকী ক'রে কার
মেঠাই খেয়েছে লুকিয়ে ;
ওঠে না সে তার সাড়ে তের আনা
তখনি না দিলে চুকিয়ে।
আজকে নেহাৎ নাচার ভায়া হে
হস্ত নেহাৎ রিক্ত ;
সে বলে, "মেঠাই খেতে বেশ লাগে
দাম দেওয়াটাই তিক্ত।"

খোকার জ্বর, সে বার্লি খায় না,
ওষুধ খায় না খুকীটে,
মারিয়া ধরিয়া খাওয়াইতে হবে
আমারি ঘাড়ে সে ঝুঁকিটে।

বিশ্রাম।

খেটে খুটে এসে মনে মনে ভাবি
আজ্‌কে বড্ড রাগ্‌বো ;
রেতে দু'টো খেয়ে চক্ষু মুদেছি,
খোকা বলে "বাবা —বো"।

এটা ঘুমাইলে ওটা জেগে বসে,
অকারণে জোড়ে কান্না ;
তবু তাহাদের শাসনের হেতু
গিন্নি খুঁজিয়া পান্ না।
বড় ছেলেটি ত প্রায়শঃ আসেন
ইস্কুল থেকে পালিয়ে ;
টেরিও কাটেন, সিগারেটও খান
বাপের হাড়টি জ্বালিয়ে।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পেয়েছেন তিনি
কায়েমী মৌরসী পাট্টা ;
আমার শাসন, শিক্ষকের গালি,
সকলই তাঁহার ঠাট্টা।
নেহাৎ নাচার হইয়া, চড়টা
দিলে, কি কানটা মলিলে ;
"অহো কি নিঠুর" বলিয়া গিন্নি
ভাসেন নয়ন সলিলে।

মাতৃস্নেহের মাত্রা যেদিন
বেড়ে উঠে অতিরিক্ত ;
আঁখিজলে আমি ভিজি বা না ভিজি
উপাধান হয় সিক্ত ।
হটাৎ যে দিন অভিমান উঠে
রোষের মূর্ত্তি ধরিয়া ;
ভীম উর্ম্মিমালে উথলে
নয়নসলিল দরিয়া ।

বিদ্যুৎবেগে মুখের সাম্‌নে
নাড়িয়া কোমল হস্ত ;
বলেন "আ মরি বিদ্যায় তুমি
নিজেও পণ্ডিত মস্ত !
তোমারি ত ছেলে, গাধার পুত্র
বৃহস্পতি হবে না কি গো,
তোমার বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়েছিলে
ও দেয় তোমারে ফাঁকি গো ।"

বাসার ভাড়াটি দুমাসের বাকি,
জমিদার অসহিষ্ণু ;
তাগাদা করিছে দুবেলা, বলিনে
গঙ্গা, রাম কি বিষ্ণু ।

বিশ্রাম।

সন্ধ্যায় ফিরি কাছারী হইতে
খুলি কাছারীর পোষাক ;
বাইরে আসিয়ে দেখি ব'সে আছে
চুনি লাল দেব বসাক।

তামাকটি সেজে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ
টানি আর জুড়ি গল্প,
দিবসের সেই শুভ মুহূর্ত্ত
বেঁচে থাক কোটি কল্প।
কাছারীতে খাই সাহেবের গালি
বাড়ীতে গিন্নি খাপ্পা ;
(এই) উভয় সঙ্কট মাঝে আছে এক
পরম বন্ধু ডাব্বা।

অন্দর হ'তে মেয়ে এনে দেয়
তেল নুন মুড়ি লঙ্কা ;
বলি "দেব ভায়া, কলেরার দিনে
লুচি খেতে হয় শঙ্কা।
নইলে আমার ঘরে করা লুচি
রোজ হয় জলখাবার ;
হিসেবী গিন্নি খাইয়ে খাইয়ে
করে দিলে সব কাবার।

খাবার কষ্ট বুঝ্‌লে ভায়া হে,
সহ্য হয় না মোটেই,
(আর) নেহাৎ পক্ষে রোজ দু'টো টাকা
উপরি,—বুঝ্‌লে ? জোটেই।"
"দেব্‌ বাবুদের পান এনে দাও
যাও ত লক্ষ্মী ভেতরে ;"
বলিয়া মেয়েকে পাঠাই, গিন্নি
বলেন, "পাঠালে কে তোরে ?

সাত দিন হ'ল এনে দিয়েছিল
এক পয়সার শুপুরি,
বাইরে বসিয়া নবাবী হচ্ছে
রোজ দু'টো টাকা উপুরি।
বল্‌গে মায়ের হাত জোড়া আছে
পান ত দেবার যো নেই ;"
শুন্‌তে পেয়েও কিছু শুনিনে
চেপে রাখি মনে মনেই।

দূর দেশাগত বাল্যবন্ধু
যদি কেহ আসে বাসাতে ;
কিছু না শুনিয়া সে অমৃতবাণী
পারে না সে কভু পাশাতে।

বিশ্রাম।

উচ্চকণ্ঠে বলেন গিন্নি
"মরণ আর কি আমার ;
ধানের গোলা যে দিয়েছ বাড়ীতে
প্রচুর জোত ও খামার।

যত রাজ্যের ভবঘুরে এসে
জোটে গো তোমার বাসায় ;
অন্নসত্র খুলে বসে আছি
স্বর্গে যাবার আশায়।"
শুনে ত বন্ধু এক বেলা থেকে
ও বেলা থাকিতে চান্‌না ;
"ষাঁড়ের মতন চেঁচিওনা" যেই
বলেছি, অমনি কান্না।

"মা গো বাবা গো দেখে যাও" ব'লে
সটান মেজেতে লম্বা ;
সে রেতের মত হয়ে গেল ঐ
আহার অষ্টরম্ভা।
মেজাজ বিগড়ে না গেলে অবশ্য
তিনিই দু'বেলা রাঁধেন ;
(আর) 'রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে হাড় জ্বলে গেল'
ব'লে মাঝে মাঝে কাঁদেন।

'তোমাদের তবু মাঝে মাঝে আছে
পরবে পরবে ছুটিটে ;
আমার কামাই এক বেলা নাই
কারো ভাত কারো রুটিটে।

*   *   *   *   *

যদি বা অনেক সাধ্য সাধনে
ঘুমায় সখের সেনানী ;
সুরু হয় সেই করুণ-কঠোর,
গিন্নীর ভ্যান্‌ভ্যানানি।

যদিও সংসার থেকে নিতে হয়
সুখ ও দুঃখের বখ্‌রা ;
তবু, হা কপাল, ঘুমাইয়া পড়ি
জবাব দিলেই ঝগ্‌ড়া।
জেগে দেখি, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি,
এত কলরবে জাগিনি ;
এখনো বাজিছে জলতরঙ্গ
নাসিকায়,—খট্‌ রাগিণী।

"কতদিন হ'ল দিতে চেয়েছিলে
একটা ইহুদী মাকড়ী ;
কতই বা দাম, তাওতো হ'ল না,
হায় রে সখের চাকরী !"

*　　*　　*　　*　　*　　*

ছেলেগুলো সব স্বনামধন্য
"মুণ্‌কে রঘুর বাচ্চা,
ডাল ভাত লুচি রুটি তরকারি
যত দাও তাই, "আচ্ছা।"

দিনে খেতে হয় ভোজন তাঁদের
গড়ে অন্ততঃ চারবার ;
এই কারবারে জের বার ক'রে
ফিকির ক'রেছে মারবার।
হাতে পায়ে কিছু ছোট বড়, কিন্তু
উদর-গহ্বরে সমতা ;
গরীব নাচার বাবা ব'লে, নাই
ভোজনের বেলা মমতা।

পুত্রগণের ঔদরিকতা
পিতার জীবনচরিতে
যদিও একটু কেমন দেখায়,
লিখিতে কিম্বা পড়িতে।
কিন্তু তোমরা এতটা পড়িয়া
বুঝিতে পারনি পাঠক,
(যে) এখন আমার থাকিবার স্থান
সটান পাগ্‌লা ফাটক ?

শ্বশুর কিম্বা ভগিনীর পতি
কেহ নাই মোর আপিসে ;
নিজের কিম্বা পিতার শ্যালক,
না খুড়ো, না জ্যাঠা, না পিসে।
সুতরাং আর motion দিবে কে ?
inertiaর law জানো ?
(আর) নিজেরো একটু tact থাকা চাই
কর্ত্তৃনিচয় ভজানো।

নতুবা যেখানে আছ, র'য়ে গেলে,—
পাহাড় কিম্বা বৃক্ষ ;
চরণের নীচে সব মাটি, আর
উপরে অন্তরীক্ষ।
এত গিরি তুমি চূর্ণ করেছ,
"কেরাণীগিরি"টে রাখিবে ?
হে বিধি, তোমার শক্তির সুযশে,
কলঙ্কের কালী মাখিবে ?

আমাদের দেশ।

বুকের পাশে বাহুগুটিয়ে ঝাঁকড়া চুলটি নেড়ে,
কড়মড়িয়ে দন্তপাতি আর মালকোচ্ছা মেরে ;
কিষণ সিং তো মাল্লে তিনটে তের গজি লম্ফ,
ব্যাপার শক্ত দেখে হ'ল সবারি হৃৎকম্প।
কিষণ বলে, "কাহ্নাইয়ারে, কুস্তি লড়ি আও" ;
কানাই বলে, "হেরে যাব", সবাই বলে, "যাও"।
তারপর কানাই যখন সিংহের চুলের মুঠো ধ'রে,
ধপাস্ ক'রে ফেলে, বস্‌লো বুকের উপর চ'ড়ে,
সিংহ বলে, "বাত শুন্‌রে, জল্‌দি ছোড়্‌দে ভাই ;
আগাড়ি হাম বোলা ঘরমে ভাগ যাবে কানাই"।
কানাই বলে, "সিপাই দাদা জপ ইষ্ট নাম,"
সিংহ বলে, "কভি সেকোগে নেই—ছোড়্‌দে রাম"

"গবাদি ও কুক্কুটমাংস-দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-
পাচন-ভোজন-নিবারণী" সভায়, নিষ্ঠাবান্
যত আর্কফলা জুটে একদিন তুল্লেন বেজায় তর্ক,
কি কি দোষে শাস্ত্রভ্রষ্ট বন্য--কুক্কুটবর্গ।

আর তারি সঙ্গে সুপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠ্‌লো ঠেলে,
পোড়াবে কি পুতে রাখ্‌বে পাঁচবছরের ছেলে।
স্মৃতি-কিরীটোজ্জ্বল মাণিক্যোপাধিক জনৈক স্মার্ত্ত,
সিদ্ধান্তরূপ সমরক্ষেত্রে গাণ্ডীবধারী পার্থ,
বীরদর্পে সভা কাঁপিয়ে হইলেন সভাস্থ,
কিন্তু ঘনরাম শর্ম্মার শিষ্যের কাছে বিচারে পরাস্ত।
হাসির আধিক্য দেখে মাণিক্য তাতেই দিলেন যোগ,
"আমার সঙ্গে শিশুর বিচার—হা হা কর্ম্মভোগ!"

নিবারণ চন্দ্র মাইতি Public Speech এ ধুরন্ধর,
মর্ত্ত্য-স্বর্গে মানব-দেবের মধ্যে পুরন্দর,
'এম্ এ, বি এল্, এ ডবল এস' উপাধি মণ্ডিত,
হাল আইনের সিডিসনের ধারাতে দণ্ডিত।
একদা এক রাজনৈতিক সভার মধ্যস্থলে
দাঁড়ালেন, বক্তৃতার বিষয় "যৌবন কারে বলে।"
"Gentelman and Friends" ব'লে অমনি গেল আট্‌কে,
বক্তাকে কেউ দিলে যেন হঠাৎ ফাঁসী কাঠে লট্‌কে।
'Hear Hear' cheers, clapping উঠ্‌লো হাসির রোল,
চতুর্দ্দিকে প'ড়ে গেল সে বক্তৃতার ঢোল।
বাড়ী গিয়ে গিন্নির কাছে বলেন মাইতি হেসে,
আজকের যেমন brilliant success এমন হয়নি এদেশে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়। *

কোনও কথা ভায়া, মুখের উপর সাহস হয় না বলিতে,
সম্ভ্রম রেখে চলা ভারি দায়, এই হতভাগা কলিতে।
সহিতে না পেরে দু'একটা কথা, কদাচিৎ লিখি কাগজে,
নলিন নয়ন বুলায়ে তাওতো পড়না, শুনেই রাগো যে।
যে কথাটা ভায়া, আমরা বলিলে মুখখিঁ'চে বল, 'তিক্ত',
সে কথাটি যদি এদেশের কোনও হোম্‌রা চোম্‌রা লিখ্‌ত,
মিষ্টতা তার বেড়ে যেত কত, আস্বাদ হ'ত মধুর,
কজন তোমরা হিতকথা শোন রাম, শ্যাম, হরি, যদুর ?
কি কি পড়া আছে ন্যায়বাগীশের খবর নিলে না মোটে,
ছেঁড়া চটি পায়, নামাবলী গায়, টিকি দেখে গেলে চ'টে।

সে যে তোমা হ'তে কত মিতাচারী, সংযমী সে যে কতটা,
সে যে তোমা হ'তে তত বোকা নয়, তুমি মনে কর যতটা ;
বিলাসিতা তারে মজায়নি, কত সামান্য অভাব,
একটি পয়সা দাও না তাহারে, তুমিতো মস্ত নবাব !
কথাটি বলিলে খেঁকী মেরে ওঠ, যেন এক ক্ষেপাকুকুর,
"দোসরা যায়গা দেখে নাও, হেথা কিছু হবেনা ঠাকুর।"

---

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

সে যে বলে গেল কি সব হেতুতে হিঁদুর ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ,
কোনও অপরাধ করেনি তো তারা হিঁদুর পুরাণো 'কেষ্ট'।
ভাল বলিলেই কিছু দিতে হয়, অতএব সব প্রলাপ,
ঐ মধুময় ধমকানি খেয়ে পাছে হয় তার জোলাপ,
গুঁত-গুঁত খেয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া বাঁচে ব্রাহ্মণ;
পথে গিয়ে ভাবে, "এতবড় নাম, রায় বাহাদুর রাম-মো'ন"!

ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যা।

সম্পাদক ভায়া!

সব 'ভূত'গুলো যদি নিজের মতন ঠিকদেখি,
তবে হয় শাস্ত্রমেনে চলা,
আমি অহিফেনসেবী, 'তুনিয়ায় সব নেশাখোর',
বলিলেও টিপে ধরে গলা।
অহিফেনাভাবে যদি আমার স্বভাব নষ্ট হয়,
লই তব গোচর্ম্ম পাদুকা,
তবে আমি চোর, আর তোমাকেও যদি তাই বলি,
তুমি পৃষ্ঠে বসাইবে দু'ঘা।

সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি সুতরাং হয় না সুবিধে,
নিজের বিপদ তাতে বাড়ে,
আমি চোর, তুমি চোর, রাম, শ্যাম, যদু, হরি চোর,
বলিলে কি তারা মোরে ছাড়ে?
ভেবে দেখ, সম্পাদক, (তোমরা তো বহুদর্শী খুব)
নিজে দোষী, নাহি কোনও জ্বালা,
"সেই দোষ অপরেও বর্ত্তমান" বলা মাত্র, দাদা,
প্রত্যুত্তরে কি পাইব?—"—"!

সুতরাং চক্ষু মুদে বা খুসীতে অহিফেন খাই,
দুনিয়ায় যা হইতেছে হোক্ ;
বাজ্যের খবর দিয়ে তোমরাই শান্তি ভঙ্গ কর,
তোমরাই অনিষ্টকারী লোক।
ভারতের বর্ত্তমান, গোলমেলে রকম হেঁয়ালী,
জটিল ও দুর্ব্বোধ্য, স্বীকার্য্য ;
একথাও ঠিক বটে, দু'চারটে চোরামা'র সুধু,
বাধা দেয় ভবিষ্যের কার্য্য।

ও পথটা ভাল নয়, এত ভায়া সকলেই জানে,
ওটা নষ্টবুদ্ধির লক্ষণ,
যে টুকু লাভের গুড়, ক্ষেপাদল ওটা থেকে চায়,
পিপীড়ায় করে তা' ভক্ষণ।
স্থির ধীর চিত্তে যারা, দেশের কল্যাণ বাঞ্ছা করে,
উষ্ণ নয়, মাথা খুব ঠাণ্ডা,
তারা বলিতেছে 'ওই চোরা মার করিবে প্রসব,
তুরঙ্গের বড় বড় আণ্ডা।'

এটা বেশ স্পষ্টকথা, ক্ষেপাদল চেনে নাই পথ,
খামখা করিছে জীবক্ষয়,
শীতল মস্তিষ্ক ভেদি' দেখা দিল যে সব প্রবন্ধ,
সকলেই এক কথা কয়।

কিন্তু ভায়া পথ কোথা, একথা বলেনা পণ্ডিতেরা,
কোন্ পথে গেলে ভাল হবে.
প্রবন্ধ জন্মার পূর্ব্বে সমস্যা যেমন শক্ত ছিল,
তেমনি রহিয়া গেছে ভবে।

আফিম প্রসাদে আমি, সদ্‌গুরু কমলাকান্ত দেবে
হৃদে আমি' করিয়া বরণ,
এ পথের পাইয়াছি সম্যক্ ও সুস্পষ্ট সন্ধান,
ঘুচে গেছে অন্ধ আবরণ।
তবে কিনা, সে পথটা তোমরা ভাবিছ খুব সোজা,
সরল রেখার মত প্রায়,
পরিষ্কার, সমতল, সুপ্রশস্ত, নিরাপদ খুব,
চোখ বুজে চ'লে যাওয়া যায়।

ওই খানে এতটুকু মতদ্বৈধ হবে মোর সনে,
পথ ঠিক ও রকম নহে,
পুরাতন-জটিলত্ব-পূর্ণ এই ভারতবরষ,
পথ সোজা, কোন্ মূর্খ কহে
দণ্ডক-খাণ্ডব-আদি-মহারণ্য পরিপূর্ণ স্থান,
হেথাকার সমস্যা কি সোজা ?
সে অরণ্যে ব'সে ব'সে মুনিরা যা' লিখে গেছে, তাহা,
চট্ ক'রে যায় বুঝি বোঝা ?

এ দেশের পথঘাট চিরদিন জটিল দুর্গম,
বিদেশীরা সব পথহারা,
এসে এ গহন মাঝে, একেবারে পথ ভু'লে যায়,
দেশে আর নাহি ফিরে তারা।
গুরুর দপ্তর খুলে পড়িলাম পুরাণ, সংহিতা,
যাজ্ঞবল্ক, পরাশর, মনু,
পদার্থ, অমরকোষ, কাশীখণ্ড, চৈতন্যমঙ্গল,
'হুতোম' ও 'লয়লা মজনু'।

খুঁজে খুঁজে হয়রান, ভারতের পথ-বিবরণ,
বলে নাই কোনও গ্রন্থকার,
তীরজ্ঞানালোকপূর্ণ গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে,
দেখিতে লাগিনু অন্ধকার।
এমন সময়ে গুরু আবির্ভূত, অহিফেন ধূমে,
আবরিয়া বিগ্রহ উজল,
শিশুশিক্ষা খুলে দেয়, দ্বিতীয় ভাগের য'ফলাতে,
ভাষা তাঁর সুস্পষ্ট, সবল।

"পাঠ্য পুঁথি পাঠ কর, জাড্য দোষ দূর কর," ভায়া,
"আঢ্য লোক সুখে থাকে" আর,
এই তো আসল পথ—নব্যশিক্ষিতের মাথা হ'তে,
মদনের মাথা পরিষ্কার।

বিশ্রাম।

ভারত মঙ্গল হেতু পথবার্ত্তা দিলাম কহিয়া,
হোক্ সর্ব্বজীবের মঙ্গল,
অহিফেন ফুরায়েছে পাঠাইও, প্রিয় সম্পাদক,
কালিকার নাহিক সম্বল।

সরকারী ওকালতীর আকর্ষণ।

(অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ)

একদা সান্ধ্য বাতাস সেবনার্থে নদীতটে,
চিন্তাকুল মনে পাদচারণা করিতেছিনু।
সহসা উকিল শ্রেণী মধ্যে এক ধুরন্ধর,
ত্রস্তভাবে তরা আসি করিলা উপবেশন।
সিগারেট মুখে তাঁর, চসমা লোচনদ্বয়ে,
বদনে মদিরা গন্ধ, মস্তকে টেড়ি সুন্দর।
কহিলা, "রাখহে ভায়া স্থানীয় বারতা কিছু ?
অথবা মারিয়া আড্ডা বৃথা যাপিছ জীবন ?"
"আমিতো জানিনে দাদা, সম্বাদ কিছু নূতন",
কহিলাম মহা লাজে, মাথাটা চুলকাইয়া।
"তাইতো" বলিলা বন্ধু, "ভারি যে গোল বাধিল,
দেবেন্দ্র বাবুর * স্থানে, বহাল হইবে ক'টা ?
দরখাস্ত দিয়াছেন জগৎ বাবু, নিরঞ্জন,
বিনোদ চৌধুরী, আর ভট্টাচার্য্য কুলোদ্ভব
মুকুন্দ প্রেরিলা আর্জ্জি, শ্রীগোপাল চুপে চুপে।

---

* ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় সরকারী উকীল।

খায়োপাধিক সম্ভ্রান্ত নামে পুরন্দর স্মৃত,
হরিশাভয় মৈত্রেয়, ইত্যাদি কত বা কব!
সবারি ভরসা হচ্ছে, কেল্লা করিব হে ফতে,
অরাতি বদনে ভায়া, চূণ কালী দিয়া সুখে।
সকলেই মনে ক'চ্ছে কে কাকে ছাড়িয়া উঠে,
অদৃষ্ট গগনে কার সাফল্য-রবি ভাতিবে।
সন্দেহ নাহি কাহারো, সম্বন্ধে স্বোপযোগিতা,
প্রকাশ করিতে তাহা, চেষ্টার নাহিক ত্রুটি।
প্রতিদ্বন্দীর কুৎসাতে, নাহি লজ্জা কিম্বা ঘৃণা,
যে কোনো রকমে হোক্ না, কার্য্য-সিদ্ধি হ'লে হল।
কৃষ্ণ বাবু জরা বৃদ্ধ, ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম,
'বানপ্রস্থ' করা হচ্ছে, ব্যবস্থা তাঁর এক্ষণে।
পক্ষান্তরে বৃহদ্দাবী করিতে আমি সক্ষম,
করিয়াছি ঐ স্থানে দ্বাত্রিংশবার একৃটিনি।
বিশেষত কথা হ'চ্ছে, এনেছি আমি যে চিঠি
সম্প্রতি করিতেছেন হাইকোর্টে জজীয়তি,
স্বনামপুরুষোধন্য, শশিমাধব ঘোষজা,
তাঁহারি শ্যালক শ্রেষ্ঠ নামে মৃগেন্দ্রমোহন,
মৃগেন্দ্র পিস্‌তুত ভ্রাতা কুলীনব্যাঘ্র যাদব,
তাঁহার শ্যালিকা পুত্র, বেচারাম সুপণ্ডিত,
কেনারাম সুসম্ভ্রান্ত, বেচারামের ভায়রা,
কটকে করিতেছেন কেরাণীগিরি চাকুরী,

তাঁর পত্নী মহাহ্লাদে, চম্পকাঙ্গুলি চালনে,
'সোপারোস' দিয়াছেন, বলতো আর চাহি কি ?"
এবম্বিধ প্রকারেতে,—প্রকাশ্যে করি' বক্তৃতা,
বহু অর্থব্যয়ে ভায়া, করিতেছে ছুটাছুটি।
কেহবা ঘুরিছে নিত্য, সন্ধ্যা-প্রভাত-যামিনী,
ম্যাজিষ্ট্রেট কুঠী, আর জজসাহেব কামরা।
গোবেচারী মহাখেদে ভূতলে জানু পাতিয়া,
জিজ্ঞাসে প্রথমে, "হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ আচ্ছা হায়, তবিয়ৎ হুজুর ?"
আপন স্বার্থ টা হচ্ছে, এবম্বিধ মনোহর,
সেটার সিদ্ধি উদ্দেশ্যে অকার্য্য নাহি ভূতলে।
শাস্ত্রসিদ্ধ নহে দাদা, বিশ্বাস-স্থাপনা নৃপে,
তোয়াজে কুর্ণিসে তারা, পোষ মানে কি কক্ষণো ?
মুখে শিষ্ট, মনে ভারি বেজার বাবু দেখিলে,
হাড়ে হাড়ে চ'টে থাকে, বলে গাধা মনে মনে।
বিনামা পড়িলে পৃষ্ঠে, স্পর্শ বোধ বিবর্জ্জিত,
কসিয়া মারিছে লাথি, যাচ্ছে পৃষ্ঠ জুড়াইয়া।
হিতোপদেশ শাস্ত্রের ক'জনা মানিয়া চলে ?
অথবা বুঝিয়া কেবা, নিবৃত্ত হইছে কবে ?
"গুপ্তজা * নিকটে যাবে দীন ভৃত্য বশম্বদ,
একখানি পত্র দাসে, দিতে হচ্ছে দয়া ক'রে।"

---

* মিঃ ডি, এল্, গুপ্ত, ভূতপূর্ব্ব Legal Remembrancer.

বলিয়া চরণে ধন্না দিলেন আর্য্য গৌরব,
এনেছেন বৃহৎ ডালা, পক্করম্ভা সমন্বিত।
সাহেব কহিছে, "আরে এ যে ভারি বিপদ হ'ল,
ক'জনাকে দিবো পত্র ? ক'জনা কার্য্য পাইবে ?'
তথাপি ছাড়েনা বাবু চরণে পড়িয়া রহে,
'ধর্ম্মাবতার, এ দীনে করুণা করিতে হবে।'
স্বইচ্ছার বিরুদ্ধেতে, লেখনী ধরিলা প্রভু,
মনেতে করিলা, "বাঁচি এ আপচ্চ্ কিয়া গেলে।"
শ্রীমদ্গুপ্তপদাম্ভোজে রাখিয়া অচলা মতি,
রিকমেণ্ডেসনে সার্টিফিকেটে পূর্ণ-দপ্তর,
চলিলেন পদপ্রার্থী, কার্য্যোদ্ধার মহাব্রতে,
সুলগ্নে করিয়া যাত্রা দেখিয়া নব পঞ্জিকা।
গিন্নিকে কহিলা হাসি', "আর কি ভাবনা প্রিয়ে!
শ্রীঅঙ্গ করিয়া দিচ্ছি, কলধৌত-বিমণ্ডিত।
'গারজীটার' সাহেব 'ডী' এবং শশিমাধবে
ধরিয়া, তৎপ্রসাদেতে চাকুরী পাইব ধ্রুব।
টি, চৌধুরীর সাহায্যে কার্য্যটা লইতে হবে,
হরেন্দ্রনাথ সেনের কর্ত্তব্য পাদলেহন।"
গগনে রচিয়া পুষ্প, স্বপনে হইয়া নৃপ,
সহর্ষে চলিলা বাবু ব্যাজ না করিয়া পথে।
কেহ বা প্রেরিলা ভ্রাতা, গা ঢাকা রহিয়া নিজে,
'তার যে ক্যাণ্ডিডেচার, সেটা সুধু জনশ্রুতি,'

একথা বলিয়া, ভাবে, লোকে করিল প্রত্যয়,
স্বার্থদাস হ'লে বিদ্বান্, বনে নীরেট গর্দ্দভ।
জগৎ রায় কহে গুপ্তে, "নাবালক নিরঞ্জন,
কদাপি নাহি তাহার এ কার্য্যে বহুদর্শিতা।
বিশেষত কথা হচ্ছে, সাহেব ভালবাসেনা,
মধ্যে মধ্যে মহা গণ্ডগোল যে বাধিয়া উঠে।
শ্রীগোপাল মসীকৃষ্ণ, ভারি দুর্ব্বল ও কৃশ,
পাকা হস্ত নহে তার, বিগিনারশ্চ বালক।
বিনোদ চৌধুরী বৃদ্ধ, বসুধৈব কুটুম্বকম্,
হট্টগোলে ডুবে আছে, মরিতে অবকাশ কৈ?
বিশেষ ইংরিজী ভাষা পারেনা বলিতে দ্রুত,
দু'কথা বলিতে 'ব্যা, ব্যা', করে সে দু'সহস্রটি।
মুকুন্দ সর্ব্বদা তার 'কাশিকা' লইয়া রহে,
তাহার উপরে বিপ্র দ্বিতীয়পক্ষ বিব্রত।
হরিশের কথা বেশী বলাটা নিষ্প্রয়োজন,
আছে সে মদ মাৎসর্য্যে, সর্ব্বদার তরে ডুবি।
অভয়ের কথা হচ্ছে, আছে তো উপযোগিতা,
মধ্যে মধ্যে প'ড়ে থাকে 'লাম্বেগো' কোমরে হ'য়ে
অধিকন্তু সদা আছে, প্রত্নতত্ত্বের সাধনে,
প্রবন্ধ লেখনে ভায়া, কাটিছে দিন যামিনী।"
কহে, নিরঞ্জন ভ্রাতা, দিগম্বর মহোদয়,
ক্রোধে আর্ক ফলা দোলে, আঁখিদ্বয় সুরক্তিম,

"হীন শূদ্র জগৎ রায় কেমনে কার্য্য পাইবে,
থাকিতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সদ্বিপ্রান্বয় কেশরী ?
বিশেষত জগৎ বাবু চাষা সঙ্গে দিবানিশি,
পড়িয়া কফি উদ্যানে, থাকেন মাখি কর্দ্দম।"
এপ্রকারে মহাদ্বন্দ্ব করিয়া গুপ্ত সন্নিধি,
লভিয়া লুব্ধ আশ্বাস, হইলা পুনরাগত।
বলে কেহ, "অহে ভায়া, কন্যা বিবাহ মানসে,
সম্বন্ধ নির্ণয়োদ্দেশে, চট্টগ্রাম গিয়াছিনু।"
কেহবা কহিলা "শ্যালী পীড়িতা, বারতা শুনি,
গিয়াছিনু ভূয়াগঞ্জ, কদলীপুর সন্নিধি।"
কিন্তু হায়, অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস এ,
প্রদগ্ধ কটু আহার করিয়া ফিরিলা সবে।
পরাস্ত মানিয়া গেলা বৃদ্ধের * নিকটে যুবা,
এত যে রিকমেণ্ডেসন্, চুলাতে গেল সর্ব্বথা।
ঘুচিয়া গিয়াছে দাদা স্বপনের নৃপত্বটা,
অবশেষে বিছানাতে——বারি কেবল।"
হাসিয়া বলিলা বন্ধু, "দেখগে বার মণ্ডপে,
প্রত্যকে করিয়া আছে, সুগোল কি প্রকাণ্ড 'হা'

* বৃদ্ধ কৃষ্ণ বাবু অযাচিত ভাবে ঐ চাকরী পাইলেন।

PHYSIOGNOMY

(১)

কুন্তলহীন চাঁদির উপরে,
পড়িয়া solar rays,
Convex mirror এর মত, যদি
দেয় অপূর্ব্ব glaze,
আর, কেন্দ্রস্থানে রহে যদি তার
পুষ্ট টিকির গুচ্ছ,
জানিবে, তাহার তর্ক শাস্ত্রে,
আসন অতীব উচ্চ।

(২)

নাতিলম্বিত কোঁকড়ান কেশ,
প্রচুর ও সুবিন্যস্ত,
দিনে রেতে প্রায় দ্বাদশ ঘণ্টা
চুলটি নিয়েই ব্যস্ত,
ছোট কথা কয়, কম হাসে, আর
নিরীহের মত থাকে,
অন্য দেশে না হোক্, বঙ্গ-
কবি ব'লে জেনো তাকে।

বিশ্রাম।

৩

সেই কোঁকড়া কেশভার, হ'লে
তৈল বিহীন কটা,
কাঠের চিরুনি গোঁজা তায়, খায়
ডাল রুটি ও পরটা,
চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে সে,
তুয়ারে নাগরা-প্রিয়,
'হনুমান সিংহ'—হাতুয়া রাজার
দ্বারোয়ান, জেনে নিয়ো

(৪)

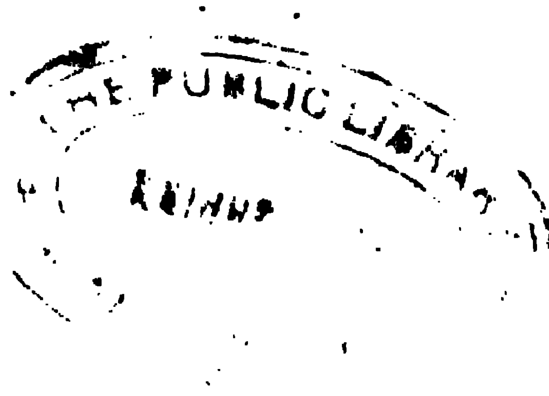
বাড়ীর ভিতরে দৃষ্টিটা কম,
বাইরে ফরাস খাসা,
বাজারেতে ধার, চিন্তা বিহীন,
চলে খুব তাস পাশা,
বোল চেলে পটু, মনে যাহা থাক্,
হাসিটি দেখায় বাইরে,
পেটের কথাটি বলে না ; আইন-
ব্যবসায়ী, জেনো ভাইরে !

(৫)

অতি সংগোপনে, সন্ধ্যায় প্রভাতে
কলপ লাগায় চুলে,
নির্জ্জনে বসি' রোজ সাফ্ করে
লাগান দন্ত খুলে,
বিরল কুন্তল শির, তাতে টেড়ি,
রসিক, এয়ার অতি,
কোষ্ঠি না দেখে, ব'লে দেওয়া যায়,
'দ্বিতীয় পক্ষের পতি।'

(৬)

তুলসীর মোটা মালাটি গলায়,
কামানো মাথায় টিকি,
'হরিনাম' ছাপ সমস্ত শরীরে
করিতেছে ঝিকিমিকি,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মুখে কন,
বিশ্বের অহিত মনে,
মাছ-মাংস-ওখায়া পরম বৈষ্ণব,
ঠিক বলে দিনু, গণে



পরিণয়-মঙ্গল ।

ঘ

পরিণয় মঙ্গল।

(১)

বৎসে!

এ নিখিল রচনার প্রথম প্রভাতে,
করুণ-নয়ন-কোণে হেরিলেন রাজ-
অধিরাজ, মঙ্গল-চরণ চুম্বী, মুক্ত-
অনাহত শক্তির বিকাশ, সুবিমল-
শান্ত-জ্যোতিবিভাসিত বিশ্ব সুশোভন;
অনন্ত-শৃঙ্খলাময়, শক্তি আর জড়ে
অবিচ্ছিন্ন মিলনের অভিব্যক্তি; সীমা-
শূন্য আকাশের কোলে, নিমেষে উঠিল
মহামিলনের জয়ধ্বনি; প্রতি অণু
ছুটিল প্রবল বেগে অণুর সন্ধানে,
বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমকণা বক্ষে ধরি,
উন্মত্ত নিয়মবদ্ধ;—গ্রহ হ'তে গ্রহে
ছাইল অসীম শূন্য; পৃথিবী পড়িল
বাধা সূর্য্য সনে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে; শশী
স্নিগ্ধ প্রেমালোক উপহার ল'য়ে হর্ষে
ঢালি দিল পৃথিবীরে, বদ্ধ প্রেমপাশে।
ছুটিল তটিনী সিন্ধুপানে তীব্রপ্রেম-

ব্যাকুলতা ল'য়ে বক্ষে ; অনল অনিলে
হ'ল সুমঙ্গল সম্বন্ধ স্থাপিত ; চাঁদ
হেরি উড়িল চকোর সুধা-আশে, রবি-
করে হাসিল কমল। করুণা রূপিণী
মূর্ত্তিমতী, প্রকৃতি, সন্তানে কি আবেগে
চাপিল কোমল বক্ষে ; মর্ম্মে মর্ম্মে তার
অনিরোধ স্নেহ-উৎস হ'ল উৎসারিত।
প্রেমের বিজয় মাল্য, প্রীতিভক্তিভরে
দিল সতী পরাইয়া স্বামীদেবতার
কণ্ঠদেশে ; বিকাইয়া শ্রীচরণ তলে,
জানাইল স্তব্ধতার গভীর ভাষায়,
অসঙ্কোচে, অবিতর্কে আত্মবলিদান,
প্রেমদেবতায় পুণ্যবেদীসন্নিধানে।

যে প্রেম দিতেছে শিক্ষা নিখিল সংসার
জীবের মঙ্গল হেতু, যুগান্তর
হ'তে, সুস্পষ্ট নীরব কণ্ঠে, শুন বৎসে,
তাই শিখে নিতে হবে ; সেই বিশ্বপ্রেম-
গ্রন্থঅধ্যয়নব্রত আজি কর মা ধারণ ;
স্বামী মহা গুরু, হের বৎসে, কর তাঁর
শিষ্যত্ব স্বীকার ; বুঝ ভাল ক'রে
গৃহীর এ ব্রহ্মচর্য্য ; দৃঢ় সাধনায়,

প্রবল বিশ্বাসে, স্বামীদেবতার, কর
নিদেশ পালন, তাঁর জ্ঞানউপদেশ,
গুরুশিষ্যপ্রীতি-সম্মিলনফলে, ল'য়ে
যাবে সালোক্য মুক্তির দেশে ; শোক, দুঃখ,
তাপ, ধরণীর ধূলা সনে পড়ে র'বে।
তুমি যাবে মুক্ত, বুদ্ধ, শুদ্ধ, অনাবিল
চিত্ত ল'য়ে, মহামিলনের যশোগানে
বিভোর. সে প্রেমময় চিদানন্দ পদে
করিবারে আত্মসমর্পণ ; হে কল্যাণি,
এ নহে দৈহিক ক্রিয়া, চিরবিনশ্বর
বিলাসলালসাতৃপ্তি, এ নহে ক্ষণিক
মোহের বিজলিপ্রভা, নহে কভু সুখ-
দুঃখময় দুদিনের হরষ ক্রন্দন,
প্রভাতে উদয় যার, সন্ধ্যায় বিলয়।

---

(২)

সখা!

হেথা, স্থূল আসি' মিশে স্থূলে, অণু মিশে অণুতে,
হৃদয়ে হৃদয় মিশে তনু মিশে তনুতে।
কুমুদিনী চাহে চাঁদ, চাঁদ চাহে যামিনী,
কমলিনী চাহে রবি, মেঘ চাহে দামিনী।

মিলন সঙ্গীত-ভরা মধুর এ ধরাধাম,
জীবনের লক্ষ্য মুক্তি, মহামিলনের নাম।
সেই মিলনের মূলে, মধুর মিলন আজ,
এ মিলনে ল'য়ে যাবে সেই মিলনের মাঝ।

তাই লইতেছি বরি', এ যামিনী মধুরে,
মহামিলনের যাত্রী, নব-বর-বধূরে।
ধরার বন্ধুরপথে রুধিরাক্ত চরণে,
বসিয়া ডাকিবে যবে শ্রান্তিদুখহরণে,

নিরাশা আসিবে ধীরে বলহীন হৃদয়ে,
অভিশাপ দিবে, সখা, হতবিধি নিদয়ে;
শিশুশক্তি সাথে থাকি', দিবে বল, ভরসা;
কঠিন-ধরণী, সখা, ক'রে দিবে সরসা।

জীবনের নব পান্থ ! সাথে নিয়ো উহারে,
ওই নিয়ে যাবে তোমা, স্বরগের দুয়ারে।
সাথীরে ক'র না হেলা, করিও না অযতন ;
ওর দুখে দুখী হ'য়ো, বলিওনা কুবচন।

হইবে দক্ষিণ হস্ত, এ জীবন আহবে,
দেবাশীষে এ জীবনে অমঙ্গল না হবে।
কুশল-বাসনা-মাখা, ধর, দীন-উপহার,
জীবনের শেষ বেলা হ'তে পারে উপকার।

(৩)

বৎসে !

নির্ম্মল মধুর নিশীথিনী,
আজ তব শুভ পরিণয় ;
শশধর এনেছে কৌমুদী,
ফুলমধু এনেছে মলয় ;

হাসি মুখে এনেছে কুসুম,
সুপবিত্র সুষমাসৌরভ ;
কোটি, দীপ্ত, সুমঙ্গল গ্রহ,
আনিয়াছে আলোক-গৌরব ;

যার আছে যেটুকু সম্পদ,
তাই সে এনেছে তোর তরে ;
মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি জননী,
দাঁড়াইল উৎসব-বাসরে ;

আমি আজ কি দিব তোমারে,
সুচরিতে ! নয়নের মণি ;
দুটি কথা কবিতায় গাঁথা,
শুভদিনে শুভাশীষ ধ্বনি।

বুদ্ধিমতী সরলা বালিকা,
পারিজাত-পরিমল-রাশি,
আলো ক'রে ছিল গৃহাঙ্গন,
তোর ঐ শান্ত শুভ্র হাসি।

কোন্ শুভ-লগনে ধরায়,
ফুটেছিলি স্বরগের ফুল ;
ছড়াইয়া প্রীতি-পরিমল,
ক'রেছিলি হৃদয় আকুল ;

আজ তোরে জন্ম-বৃন্ত হ'তে,
তুলে নিয়ে যাবে মা কোথায় ;
মনে হয় বৃন্ত-চ্যুত ফুল,
স্নেহবারি পেলেও শুকায়।

পুষ্পহারা বৃন্তের মতন,
সে নিকুঞ্জ রহিবে পড়িয়া ;
বিফল আগ্রহ ল'য়ে স্নেহ,
নিরাশায় পড়িবে ঝরিয়া ;

তবু এ যে নিয়তির লেখা,
ছেড়ে যেতে হবে পিতৃবাস ;
আমাদের কথা ভেবে যেন,
ফেলোনা, মা, দুখের নিঃশ্বাস !

রমণীর পতিই দেবতা,
পতিগৃহ অনন্ত আশ্রয় ;
প্রেমময় বিধাতার বরে,
শুভ হোক্ নব পরিচয়।

সদানন্দময়ী মা আমার,
সুখশান্তি নিয়ে যাও সাথে
সোণা হ'য়ে ওঠে যেন সব,
ও সোণার হাত দিবে যাতে।

ভক্তি প্রীতি সরলতা দিয়া,
আপনার ক'রে নিও সবে ;
হেথাকার নাম ঘুচে যেন,
"লক্ষ্মী বউ" নাম রটে ভবে।

অবিতর্কে করিবে সর্ব্বদা,
গুরুজন নিদেশ পালন ;
মিষ্টভাবে তুষিবে সকলে,
করিবে মধুর আলাপন :

গৃহকার্য্য জান, মা, সকলি,
তবু না করিও অহঙ্কার ;
রমণীর সগর্ব্ব বচন,
জ্যোতিঃ মাঝে আনে অন্ধকার ;

প্রীতি রাখ নয়নের কোণে,
হৃদয়ে যতনে রাখ লাজ ;
স্বর্ণ ভূষা তুচ্ছ তার কাছে,
আছে যার সরমের সাজ।

লক্ষ্য করি স্বামীর চরণ,
চালাইবে জীবন-তরণী :
ওই ধ্রুব তারা পানে চাহি,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না রমণী।

সুখে দুখে, হরষে রোদনে,
চিরসাথী, সম্পদে, বিপদে ;
ইহ পরকালের সহায়,
মতি রেখ, তাঁহার শ্রীপদে ;

কথাগুলি গেঁথে রাখ প্রাণে,
কোন মতে নাহি হয় ভুল।
উথলিয়া উঠিবে সম্পদ,
কখনো হবেনা অপ্রতুল।

শিরে ধর স্নেহ আশীর্ব্বাদ,
বিদায়ের অশ্রু জল মাখা,
সিন্দুর অক্ষয় হোক্ মাথে,
আজীবন হাতে রোক্ শাঁখা।

(৪)

মা!

শৈশবের মোহ অন্ধকার
ঘুচে তোর হোক্ সুপ্রভাত;
পরাইয়া পরিণয়-হার
ক'রে যাব শুভ আশীর্ব্বাদ।

জন্মিয়াছ যে পবিত্র ভূমে
সে ভারতে শত দেবনারী,
রেখে গেছে পূত পদ-রেখা,
সতীত্বের বিভূতি বিস্তারি'।

রমণীর অসীম আশ্রয়
একমাত্র পতির চরণ,
সুপবিত্র সর্ব্ব তীর্থ সার,
ঐ পদে জীবন মরণ।

পথক্লেশ ক'রনা গণনা,
চ'লে যাও লক্ষ্য করি' স্থির;
ঐ স্থানে পাইবে কুড়ায়ে,
চতুর্ব্বর্গ ফল রমণীর।

বিশ্রাম

সুনিপুণা নর্ত্তকী যেমন
হ'য়ে গীত-তাল-লয়-বশ,
নৃত্য করি' হেলিয়া দুলিয়া,
স্থির রাখে মাথার কলস ;

ধনঞ্জয় অস্ত্র পরীক্ষায়,
দেখে নাই পাখীর শরীর ;
নেত্রে মাত্র নেত্র ছিল তার,
আজ্ঞা মাত্র বিঁধেছিল তীর ।

সে সাধন, সেই একাগ্রতা,
সেই নিষ্ঠা, সেই দৃঢ় পণ ;
জাগাইয়া তোল মা জীবনে
ধন্য হোক্ ভারতভবন ।

কর্ত্তব্যের বন্ধুর পন্থায়,
শ্রান্ত পদে চলিতে চলিতে,
স্বামী যবে বসিয়া পড়িবে,
নিরুদ্যম অবসন্ন চিতে,

শক্তিরূপা, সদানন্দময়ি !
তার পাশে ব'স, মা আমার ;
বল দিও, আশা দিও প্রাণে,
দিও সঞ্জীবনী সুধাধার ।

বিশ্রাম।

দুই দেহ, দুইটি জীবন,
        একত্র করিয়া দিনু আজ ;
দুই শক্তি মিলনের ফলে,
        সিদ্ধ হোক্ জগতের কাজ।

এ মিলন ঐহিকের নহে,
        নহে কভু দৈহিক ব্যাপার,
নহ তুমি ক্রীড়ার পুতলী,
        স্বামী কণ্ঠে বিলাসের হার।

আজিকার এ আনন্দ মাগো
        সচ্চিদানন্দ লাভের সোপান,
আজিকার এ মিলন সুধু,
        মুক্তি দিয়ে দিবে পরিত্রাণ।

ভারতের কঠোর দুর্দ্দিনে,
        দাও শক্তি, হও তেজস্বিনী ;
লাজে যদি ম'রে থাক, মাগো,
        পোহাবেনা এ দুখ-যামিনী।

———

(৫)

যাও মা, নূতন দেশে, মূর্তিমতী লক্ষ্মীবেশে,
ধনধান্য পূর্ণ করি তাহাদের গেহ ;
অঙ্গনে চরণ দিয়া, তোল ফুল ফুটাইয়া,
প্রীতি দিয়া কেড়ে লও তাহাদের স্নেহ।
আশীর্ব্বাদ ধর মাথে, রহিবে সে সাথে সাথে,
শৈশব সঙ্গীর মত, চিত্তবিনোদন ;
আনন্দ লইয়া যাও, আনন্দ বিলায়ে দাও,
এ ভবনে ফেলে যাও, বিষাদ, রোদন।

যে দেশে জন্মেছ মাগো, তার তরে সদা জাগো,
অটুট স্বদেশ-প্রীতি, যত্নে ধরি বুকে ;
রাখিতে আপন মান, অনলে জীবন দান,
ভারতে করেছে কত দেবী হাসিমুখে।
মহিম-মণ্ডিত শিরে, স্বদেশের পানে ফিরে,
চাও মাগো, পদাঘাতে চূর্ণ কর পাপ ;
দূর কর দেশ-দৈন্য, বাঁচাও স্বদেশ পণ্য,
শোন মা ভারত-লক্ষ্মী-কাতর-বিলাপ !

ধর জগদ্ধাত্রীবেশ, জাগিয়া জাগাও দেশ ;
কোমল লাবণ্যমাঝে তীক্ষ্ণ তেজোরাশি
যতনে লুকায়ে রাখ ; জলদগম্ভীরে ডাক,
" চমকি'—উঠুক যত, নিদ্রিত বিলাসী।

হের দুঃস্থ শত শত, ধর পর-হিত-ব্রত,
ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন দাও হইয়া অন্নদা ;
কর পতিতের ত্রাণ, দুর্ব্বলেরে শক্তিদান ;
আশ্রিত জনের হও বরাভয়প্রদা ।

মাগো, শান্তিময়ী, শুভা, পতিকুলে হও ধ্রুবা :
শক্তি স্বরূপিণী হ'য়ে যাও নিজ ঘরে,
যশঃ হোক্ অকলঙ্ক, অক্ষয় হাতের শঙ্খ,
সিন্দুর উজ্জ্বল হোক্ বিধাতার বরে ।

---

(৬)

মা! কষ্ট ক'রে মানুষ ক'রে
পরের হাতে দিতে হয়;
মেয়ের কাজ কি শক্ত, পরকে
আপন ক'রে নিতে হয়।

অচেনা সংসারে গিয়ে,
চেনার মত থাক্‌তে হবে;
সবার কথার বাধ্য হ'য়ে,
সবারি মন রাখ্‌তে হবে।

তাতে, মা, তুই শিশু, সেথা
গেলেই যে তোর কান্না পাবে;
চোখের জলটি না শুকাতেই
তোর হাতে, মা, রান্না যাবে।

মুখ দেখে, মা কত রকম
ক'র্‌বে সবাই আলোচনা;
মন্দ লোকে ব'ল্‌বে মন্দ,
ভালো ব'ল্‌বে ভালো জনা।

বিশ্রাম।

ঘোম্‌টা একটু স'রে গেলে,
ব'ল্‌বে 'ব'য়ের সরম নাই' ;
গায়ের কাপড় স'রবে না, মা,
নূতন ব'য়ের গরম নাই।

ব্যথা পেলে 'উহু' নাই তার,
আনন্দে সে হাস্‌তে নারে ;
পাড়া পড়সী আর না পারুক,
কথায় কথায় শা'স্‌তে পারে।

'এ ভাল নয়,—তা' ভাল নয়,—
কত রকম ক'য়ে যাবে ;
আপন কাজে মন দিয়ে রো'স,
শুন্‌তে শুন্‌তে স'য়ে যাবে .

সেই যে, মা, তোর আপন বাড়ী,
তারাই, মা, তোর আপন জন ;
তাদের তুষ্ট ক'র্‌তে হবে,
ক'র্‌তে হবে জীবন-পণ।

নিজের কষ্ট চেপে রেখে.
তাদের কষ্ট করিস্‌ দুর ;
তাদের গর্ব্ব মাথায় রেখে,
নিজের দর্প করিস্‌ চুর।

গুরু জনের সেবা ক'রো,
তাঁদের বাধ্য হয়ে থেকো ;
তাঁদের জন্য কষ্ট সইতে
সুখ আছে, মা, স'য়ে দেখো।

"সাবান ঘসা, এসেন্স্ মাখা,
কুন্তলীনে কেশটি ভরা ;
জ্যাকেট্, সেমিজ, সেফ্‌টি পিনে,
দিবা রাত্রি বেশটি করা ;

'উল্' নিয়ে বউ ব'সে থাকে,
ঘুরে বেড়ায়, হাসে, খায় ;
সংসারের কাজ ভেসে গেলে,
তার কি তাতে আসে যায় ?"

এ সব কথা কেউ না বলে,
নিজের মান্য রাখিস্ নিজে ;
সবকে রাখিস্ মাথায় ক'রে,
সরম নিয়ে থাকিস্ নীচে।

আমরা, মা, তোর জন্যে কাঁদি,
তুই হেসে যা তাদের ঘরে ;
মনের দুঃখ রেখে যা, মা,
সুখ নিয়ে যা তাদের তরে।

বিশ্রাম।

মিথ্যা গৌরব ভুলে গিয়ে,
ধর্ম্মের তরে হ'স্ তৃষিতা ;
সতী লক্ষ্মী হ'স্ মা, সবে
কয় যেন 'সাবিত্রী-সীতা'।

---

(৭)

মা !

স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়
এসেছিলি নব উষার মত ;
স্নেহ জাগরণে জেগেছিল প্রাণ !
ফুটেছিল প্রীতি কুসুম কত !

আজ তুই যাবি কোন পরদেশে,
আমাদের দিয়ে আঁধার রাতি ;
তাদের গগনে হইবে প্রভাত,
মোদের গগনে নিভিবে ভাতি।

আহা, তাই হোক ; তোমার জ্যোতিতে
ছেয়ে দাও, মাগো, তাদের দেশ ;
ল'য়ে নবরবি—সিন্দুরের ফোঁটা,
রেখোনা তাদের আঁধার লেশ।

লক্ষ্মী মা আমার, তাহাদের ঘরে
হইও অচলা লক্ষ্মীর মত ;
এদেশের নারী সাবিত্রী ও সীতা,
স্বামী সেবা চিরজীবন ব্রত !

বিশ্রাম।

সে গৃহে সম্পদ উঠুক উছলি'—
আনন্দ উৎসব থাকুক জাগি ;
সবে যেন বলে "এ সুখ শান্তি,
মঙ্গলময়ী বধূর লাগি।"

পতিব্রতা হও, শ্বশ্রূ-আদরিণী,
সুগৃহিণী হও, সবার প্রিয় ;
চির মঙ্গল দিও তাহাদের,
স্মৃতিটুকু সুধু মোদের দিও।

মঙ্গল আশীষ শিরে ধর মাগো,
আর কিবা দিবে "গরীব কাকা"
চির স্থির হোক্ সীঁথির সিঁদূর,
অক্ষয় হোক হাতের শাঁখা।

(৮)

বৎসে !

কোমল শিরীষ কুসুমের মত
ফুটেছিলি গৃহকুঞ্জে ;
ভবনের শোভা হয়েছিল কত,
সরম-সুষমা-পুঞ্জে।
পিতার আদর-উষারবি-করে,
ছিলি অনুদিন দীপ্ত ;
মাতার সোহাগ-শিশির-শীকরে,
সুকুমার তনু লিপ্ত।

দেবতার শুভ আরতি হইবে,
ছিল মা তোমার পুণ্য ;
তাই আজ তোরে তুলিয়া লইবে,
বৃন্ত করিয়া শূন্য।
কুসুম-জনম হোক্ মা সফল,
হোক্ মা পূজায় সিদ্ধি ;
দেবাশীষ ধারা সম অবিরল,
ঝরুক সুখ সমৃদ্ধি।

আমাদের কাছে প'ড়ে থাক্, মাগো,
অশ্রু, বিষাদ, শ্রান্তি ;
তাদের ভবনে সাথে নিয়ে যাগো,
সম্পদ, সুখ, শান্তি।
মধুর চরিতে তোষ গুরুজনে,
হইয়া তাঁদের বাধ্য ;
অনুগত জনে মধুর বচনে,
তুষিবে মা যথাসাধ্য।

ধ্রুবা হও পতি-কুলে ;—অবিরল
যশঃ হোক্ অকলঙ্ক ;
সিন্দুর হোক্ চির-উজ্জ্বল,
অক্ষয় হোক শঙ্খ।

---

(৯)

যে মহাশক্তির বলে
এ নিখিল বিশ্বের সৃজন,
এ পৃথিবী কেন্দ্র পানে
প্রতি অণু করে আকর্ষণ ;

যে মহাশক্তির বলে
জ্যোতির্ম্ময়—রবি, শশী, তারা,
সাধিছে আপন কাজ
নাহি হয় নিজ লক্ষ্যহারা ;

যে মহাশক্তির বলে
চুম্বক লৌহেরে সদা টানে,
পর্ব্বত শিখর হ'তে
স্রোতস্বিনী ধায় সিন্ধু পানে ;

সেই মহা আকর্ষণে
বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে,
অজানিত দুটি প্রাণ
ছুটিছে একটি অন্য পানে।

যাঁর প্রেমে চলিতেছে
সুশৃঙ্খলে এ বিশ্বের কাজ,
যাঁর প্রেমে ছয় ঋতু
ঘুরে ঘুরে পরে নব সাজ ;

যাঁর প্রেম-বিন্দু পেয়ে
ধেনু সদা বৎস পানে ধায়,
জাহ্নবী জগত তরে
শতধারে ধীরে বহি যায় ;

যাঁহার প্রেমের বিন্দু
কণামাত্র জননী লভিয়া,
পীযূষ ভাণ্ডার বহে
সযতনে বক্ষেতে পুরিয়া,

যাঁর প্রেম স্পর্শ মাত্র
সতী ধায় পতির চরণে,
সে প্রেমের ছায়াস্পর্শে
এক প্রাণ ছুটে অন্য পানে।

বৎস!

নূতন রাজ্যের প্রথম দুয়ারে
আঘাত করিছ আজি,
নব নব ভাব অন্তরে পুষিয়ে
নূতন ভূষণে সাজি।

যাহার প্রসাদে চলিছ আনন্দে
বন্ধুর সাধনা-পথে,
কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধিদাতার
পদধূলি লও মাথে।

অমলা অনিন্দ্য সরলা বালিকা
সর্ব্বস্ব বিকায় পদে,
ভীষণ পরীক্ষা সমুখে যাইতে
সুখেতে জীবন নদে।

মোমের পুতলি বালিকা-রতন ;-
সুকৌশলে গড় তা'তে,
আদর্শ একটি বঙ্গীয়া রমণী—
সুগৃহিণী হয় যাতে।

বিশ্রাম।

সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুখে হেন
ছুটি না পাইবে আর,
ইহ পরকালে জীবনে মরণে
তুমি মাত্র লক্ষ্য যার।

অগ্নি, গুরু, পিতা, দেবতা, ব্রাহ্মণ,
সাক্ষী করি পেলে যারে-
স্নেহ, দয়া, প্রীতি, ধরম, সুনীতি
শিখাও যতনে তারে।

চেয়ে দেখ মাগো সমুখে তোমার
জীবন-প্রভাত রবি,
জীবনে জীবনে মরণে মরণে
তব প্রেম চারু ছবি।

এত কাল যেথা যে ভাবেতে ছিলে
মুছে ফেল আঁখি জলে,
নারীর ধরম করিতে সাধন
ধীর মনে এস চ'লে।

বিশ্রাম।

নারীর ধরম নহে ত কেবল
আপনা লইয়ে থাকা,
বিলাসের ডালি মাথায় লইয়ে
মলিনতা পাঁকে ঢাকা।

নারীর ধরম আপনা বিকায়ে—
স্বার্থে দিবে বলিদান,
নারীর জীবন—সংসারে দুর্লভ—
বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।

---

(১০)

যাহার কটাক্ষে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি
যাহার ইঙ্গিত-মাত্র নিমেষে সংহার ;
যে না হ'লে, এক পল চলেনা সংসার, সখা,
তারে বাদ দিয়ে মোরা করি এ সংসার ;
যে দিল সকল সুখ, সকল সম্পদ, শান্তি,
পিপাসার দিল জল, নিশ্বাসের বায়ু,
মনে দিল প্রেম, ভক্তি, সদ্বিবেক, স্নেহ, দয়া,
দেহে দিল অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, মজ্জা, স্নায়ু ;

শারীর-মানস-শক্তি, সকলের মূলে সেই,
সর্ব্ব-শক্তিমান্ এক পরম পুরুষ ;
সেই মূলাধারে ত্যজি', খেলি ধূলো মাটি নিয়ে,
তণ্ডুল ত্যজিয়া মোরা ঘরে লই তুষ ।
মুখে বলি "আছে সেই" ; মনে মনে সে কথাটি
বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে করিয়া নিশ্চয়,
প্রকৃত বিশ্বাসী হ'লে, তাহার জীবন, সখা,
হ'তে পারে কিগো এত দুঃখতাপময় ?

সে দেয় দুইটি প্রাণ পবিত্র বন্ধনে বাঁধি,
শক্তি-যোগে হবে ব'লে জগতের কাজ ;
সে মিলিতশক্তি ল'য়ে, আমরা বিলাসে মজি,
সে শক্তির অপব্যয়ে নাহি বাসি লাজ।
ধর্ম্ম-সাধনের পথে সহায় ও শিশু-শক্তি,
বিলাস-পুতলী নহে, নহে ক্রীড়নক ;
কখনো তাদের বক্ষে স্নিগ্ধ-মাতৃস্নেহ-ধারা,
সম্ভ্রমে আঘাত দিলে, জ্বলন্ত পাবক !

বিশাল-প্রতাপ-শালী, মৃত্যু-ভয়-বিরহিত ;
প্রকাণ্ড জাতীরে ওরা নিজহাতে গড়ে ;
দৃষ্টান্ত স্পার্টান মাতা, রাজপুতসীমন্তিনী,
অঙ্গুলি ইঙ্গিতে যারা প্রাণ দিত জড়ে
প্রবল বিশ্বাস ল'য়ে, মাথায় করিয়া ব'বে
ঈশ্বর প্রেরিত যত শোক-দুঃখ-তাপ ;
দাড়াবে হিমাদ্রিতা, তেজোগর্ব্ব-বিমণ্ডিতা,
পদাঘাতে চূর্ণ করি' দ্বেষ, হিংসা, পাপ।

সেই শিক্ষা দিও, সখা ; ভারতের এ দুর্দ্দিনে,
ঘরে ঘরে দেখি যেন জনা, সরোজিনী ;
জ্যাকেট, সেমিজ, মোজা পরিয়া পুতুল সেজে,
না দাঁড়ায়, স্বাস্থ্যহীনা, ক্ষীণা, বিলাসিনী।

দোঁহার জীবনে, সখা, ফলে যেন পুর্ণরূপে,
এ আনন্দ-মিলনের সুমঙ্গল ফল,
"আদর্শ দম্পতি" ব'লে, রটে যেন ভূমণ্ডলে,
দোহার সুযশোগীতিধারা, অবিরল!

* * * * *

আনন্দ-উচ্ছ্বাস-হীন, এ অভিনন্দন, সখা,
উৎসবের দিনে শুষ্ক চাণক্যের নীতি,
নাহি নৃত্য, নাহি গান, দাম্পত্য প্রেমের তান,
গম্ভীর এ উপদেশ,—কেমন কুরীতি?
হে পবিত্র-তীর্থ-যাত্রি! সন্তোষে বা অসন্তোষে,
লহ তুলি' এ নীরস শুষ্ক উপহার;
পথে যবে শ্রান্তপদে, ক্লান্ত দেহে, বসে র'বে,
তখন পড়িয়া দেখো, পাবে উপকার।

---

(১১)

আনন্দের দিনে আজ, নীতিকথা ভাল নাহি লাগে,
উদ্দাম উল্লাসে মুগ্ধ প্রাণ,
সঙ্গীতে-শরাবে ভোর যেই, সে কি কভু তর্ক যুক্তি মাগে,
সে কি বুঝে বাদার্থ-বিধান ?
সুমধুর কাব্যামোদী, গণিত, বিজ্ঞান, নাহি চায়,
ঘৃণা করে শুষ্ক উপদেশ ;
চাণক্যের নীতি শ্লোক, শ্রবণে কঠোর শোনা যায়,
আজি তাহে নাহি রসলেশ।

তথাপি, কুশলপ্রার্থী, হিত কথা কহিবে যাচিয়া,
না দেখিবে তব প্রীতি, রোষ ;
এ অভিনন্দন-মালা গাঁথিয়াছি—শুষ্ক ফুল দিয়া,
গুণগ্রাহি ! না দেখিও দোষ,
আশু-ক্লেশকর বাক্য, তিক্ত-স্বাদ ভেষজের মত,
হিত সাধে আপনার গুণে ;
রোগীর বিরাগ দেখি, বৈদ্য কভু না হয় বিরত,
রুগ্নের আপত্তি নাহি শুনে।

বিশ্রাম।

ত্রিকালজ্ঞ-জিতেন্দ্রিয়-ঋষি-প্রবর্ত্তিত পরিণয়,
সে যে, সখা, আদর্শ মিলন ;
নাহি তাহে কাম গন্ধ, বিলাসের সোপান সে নয়,
তার মূলে ধর্ম্মের সাধন।
সারল্য-শিশির-স্নিগ্ধ সুপবিত্র কুসুমের মত,
করিতেছে সুরভি বিস্তার ;
এ কুসুমে দেব পূজা সর্ব্বশাস্ত্র-বিধান সম্মত,
রচিওনা বিলাসের-হার।

পরিণয় 'যোগ' মাত্র, মানবের মুক্তির সাধক,
মুক্তি, মহামিলনের নাম,
সাধন-সহায় ঐ শিশু-হিয়া, নহে ক্রীড়নক,
ভুলে যাও দৈহিকতা, কাম।
এ শুভ উৎসব অন্তে, শিক্ষাভার লহ করে তুলি,
শক্তিরূপিণীরে শক্তি দাও ;
জ্যাকেট, সেমিজ দিয়া গড়িওনা বিলাস পুতলী,
অলঙ্কার-প্রিয়তা ভুলাও!

পাতিব্রত্য-পরসেবা-স্নেহ-দয়া-প্রীতি-উপাদানে,
ক'রে তোল হৃদয় সুন্দর :
শিখাও সম্ভ্রম রক্ষা, তেজঃ পুঞ্জ হোক অসম্মানে,
স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ হউক প্রখর।

উজ্জ্বল মহিমান্বিতা, দাঁড়াইবে জগতের মাঝে,
বিমিশ্রিত-করুণা-প্রতাপ ;
ধর্ম্মের গৌরব ছটা হেরি,' তূর্ণ পালাইবে লাজে,
অবিচার, বঞ্চনা, সন্তাপ ।

সৌরভ বিহীন, শুষ্ক নীরস, এ প্রীতি উপহার,
নাহি এতে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ;
তথাপি বন্ধুর দান,—হ'তে পারে পথে উপকার,
তীর্থযাত্রি ! রাখিও বিশ্বাস ।

---

(১২)

আয় মা, ঘরের লক্ষ্মি! আপনার ঘরে,—
শোভাসুষমায় ভরি,
ভবন উজ্জ্বল করি,—
নয়নে আন্ মা শান্তি, বরাভয় করে;
দুঃখদৈন্য করি দূর,
ধন ধান্যে ভরপুর,
কর্ মা, নূতন মঞ্চ, এ শুভবাসরে;
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা,
সতী, লক্ষ্মী, পতিব্রতা,
আনন্দের হাসি যেন মঙ্গল ভিতরে,
আয় মা, ঘরের লক্ষ্মি! আপনার ঘরে।

মা ছেড়ে এসেছ ব'লে, মা তুমি কেঁদনা।
সোহাগ যতন দিয়া,
পূরে দিব শিশুহিয়া,
মুছাব, মা, তোর অশ্রু, ঘুচাব বেদনা;
তোর বাড়ী তোর ঘর,
কেহ না রহিবে পর,
মায়ের অভাব কিছু বুঝিতে দেব না।

আশীর্ব্বাদ ধর শুভা,
পতিকুলে হও ধ্রুবা,
ধর্ম্মশীলা হ'য়ে প্রাণে জাগাও চেতনা,—
মা ছেড়ে এসেছ ব'লে মা তুমি কেঁদনা।

জননীর আশীর্ব্বাদ লহ পাতি শির,
শঙ্খ সিন্দুর মাগো হোক চিরস্থির।

---

(১৩)

বৌদিদি

বিয়ে ক'রে দাদা আনিবে তোমারে,
মোরা আছি পথ চেয়ে ;
কত ভাবিতেছি, কেমন বা হয়,
আর এক বাড়ীর মেয়ে ;

মুখ বা কেমন, রং কি রকম,
চাহনি কেমন তার,—
কান কত বড়, ঠোঁট লাল কি না,
দীর্ঘ কি না কেশ-ভার ;

হাসি-খুসী, কিবা গম্ভীর প্রকৃতি,
বচনে বিষ কি মধু ;
দাদার মনের মত হয় কি না
আগন্তুক নববধূ ;

তোরে দেখে, বউ, ঘুচেছে সন্দ,
আলো করেছিস্ গেহ,
স্বভাব, শরীর, সকলি সুন্দর,
সুলক্ষণ-ভরা দেহ ;—

তোরে পেয়ে আজ আনন্দ ধরে না
দুখ তাপ কিছু নাইরে,
শুভদিনে লহ প্রীতি উপহার—
কি আছে, কি দিব ভাইরে

---

(১৪)

আয় গো লক্ষ্মী আনন্দরূপিণি !
অচলা হইয়া থাক্, মা,
এ গৃহের যত দুঃখ দৈন্য
সব দূর হ'য়ে যাক্ মা,
আয় ঘরে আয় নয়ন পুতলি,
এ গেহে সম্পদ উঠুক উছলি,
শিশু হৃদয়ের সরল হরষে
দুঃখ বিষাদ ঢাক্, মা ;

সীঁথির সিন্দুর হাতের শঙ্খ,
---চির অলঙ্কৃত করুক অঙ্গ,
ঐ প্রীতি-অরুণ উদয়ে
দুঃখ-তিমির-রাত্রি পোহাক্, মা।

(১৫)

সখা !

তোমার বিয়ে, সবাই বলে শুনি,

ভেবে দেখ্‌লে সোজা ব্যাপার সেকি ?

তুমি ভাব্‌ছ ভারি মজা ? কিন্তু,

সুখী হয় না স্বর্গে গেলেও ঢেঁকি।

মনে হচ্ছে, এ এক নূতন জীবন,

এর আস্বাদন ক'রে দেখা যাকৃত' ;

হয় তো তুমি পরম বৈষ্ণব নিজে,

উনি হচ্ছেন প্রথম থেকেই শাক্ত ।

প্রথম প্রথম যখন ওঁরা আসেন,

কচি খুকী, বোঝেন না ত কিছুই ;

কেবল ব'সে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদেন,

ঘোম্‌টা-ঢাকা মাথা ক'রে নীচুই।

বুদ্ধি হ'লে এম্‌নি দে'বে বসেন,

এম্‌নি নিজের সংসার ব'লে টান্‌টি,

বরাহূত কোনও বন্ধু এলে,

চারটি খিলি করেন, চিরে পান্‌টি।

বিশ্রাম।

নিজের জিনিস বাক্‌সে তোলেন বেঁধে.
এম্‌নি ক'রে বজ্র-আঁটুনিতে,
দেহক্ষয়ে সঙ্গে নেবেন সে সব —
এম্‌নি গল্প করেন, পাই শুনিতে।
সোনাদানা, সাড়ী, জ্যাকেট, সেমিজ,
প্রয়োজনের অতিরিক্ত দু'খান,
বিপদ্ প'ড়লে পাছে চেয়ে বসি,
সেই ভয়ে, সব মোদের কাছে লুকান।

তার পর যখন সন্তান-আদির হল্লায়,
সংসারটি বেশ জাঁকিয়ে ওঠে ভাই রে,
নুন আন্‌তে চূণের পয়সা হয় না,
(তবু) খোকার মোজা, খুকীর গাউন চাইরে
যদি ব'ল্লে, "চুরী ক'র্‌ব নাকি ?
না দেখালেই নয় কি মিথ্যে জাঁকটি ?"
অম্‌নি চক্ষে মন্দাকিনী ঝর্‌বে,
সিকের উপর উঠ্‌বে সরল নাকটি !

দুনিয়াতে—কোথায় যে কি হ'চ্ছে,
তোমার, কি ওঁর জান্‌বার হবেনা সময় ;
তোমার অভাব, তুমি খাচ্ছ খাবি ;
ওঁর শুচিবাই, উনি খাচ্ছেন গোময় !

অতঃপরে মেয়ের বিয়ের নাগাড়,
মিট্‌বে না ভাই, ব'লে রাখ্‌ছি আগেই ;
বিয়ে শুনে ভারি খুসী হচ্ছ,
(কিন্তু) কাঙ্গাল-বাকা বাসি হ'লে লাগেই

(আবার) ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে দেহতরী যদি
পৌছায় এসে বাৰ্দ্ধক্যের বন্দরে,
মধুর বাণী কতই শুনতে পাবে,
মনে প'ড়্‌বে বিয়ের আনন্দ রে !
কত রকম ব্যাপার যে আর আছে,
দেই যদি তার পুরো একটা লিষ্টি
হয় তো তুমি যষ্টি নিয়ে তাড়্‌বে,
উনি তুল্‌বেন সংমার্জ্জনী মিষ্টি ।

কিন্তু একটা কথা যদি না কই,
অসম্পূর্ণ হয় যে প্রবন্ধটা ;
আমিও নই চিরকুমার, তাইতে
বেশ বুঝেছি বিবাহের মন্দটা ।
প্রশ্ন হ'চ্ছে, 'এমন কেন হ'ল ?'
আমি বলি, মূলে শিক্ষার অভাব ;
বিয়ের আগে কি শেখে ঐ শিশু ?
বিয়ের পরেও বাণীর চাকরী জবাব ।

ওঁদের একটু বয়স হ'তে থাক্‌লে,
আমরা সুরু করি সোহাগ, যত্ন :
জ্ঞানের চর্চা চুলোয় গিয়ে, শেষে,
কোলে করেন পুত্রকন্যারত্ন।
দু' এক খানা প্রেমের পত্র লেখেন,
'কি' লিখ্‌তে, দেন 'ক'য়ে দীর্ঘ 'ঈ'কার ;
হিসেব লেখেন,—ঠিক নামাবার বেলা—
মিশ্র যোগটা জানি,—করেন স্বীকার।

ভাল ভাল বই যদি ভাই, পড়াই,
উপদেশ দি', ভাল ভাবে চ'ল্‌তে,
ওদের মন যে থাকেনা সংকীর্ণ,
প্রশস্ত হয়,—সে কথা কি ব'ল্‌তে ?
তাইতে ব'ল্‌ছি বিয়ে ক'চ্ছ, কর,
কিন্তু তাইরে, শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ো :
ওদের মধ্যেও ভাল মাথা আছে,
জ্ঞানের চর্চার সুখটি ওদের দিয়ো।

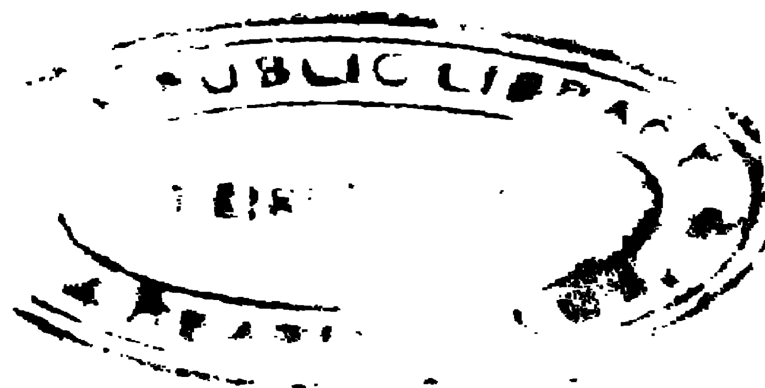
তোমরা ভাব্‌ছ, বিয়ের দিনে দিচ্ছি,
কেমন ধারা বিয়ের উপহার !
আমি ভাব্‌ছি, এ এক রকম হ'ল,
তেতো হলেও, হবে উপকার।

বিশ্রাম।

বৌদিদি এই উপহারটি প'ড়ে,
খাওয়াবেন যে রেঁধে কস্মিনকালে
তোমার বাড়ী পাত্‌ব কভু পাতা,
সে সুদিন আর হবেনা কপালে।

সকল রসের অধিকারী হয়ো,
মধুর আদি, শান্ত, সখ্য, দাস্য;
নিরস গল্প গুটিয়ে নিয়ে চল্লাম,
মনের সুখে তোমরা কর হাস্য।

সমাপ্ত


UBLIC LI

৺রজনীকান্ত সেন রচিত।

বাণী	...	...	মূল্য ॥৵০	আনা
কল্যাণী	..	...	মূল্য ॥০	আনা
অভয়া	...	...	মূল্য ॥০	আনা
আনন্দময়ী	...	...	মূল্য ।৵০	আনা
অমৃত	...	...	মূল্য ।০	আনা
সদ্ভাবকুসুম	...	...	মূল্য ।০	আনা

[illegible]

প্রবাসী—'অমৃত' অমৃত। অষ্টপদী কবিতায় নীতিকথাগুলি সরল রূপকের সোণালি-ইন্দ্রজালে ঢাকা পড়িয়া প্রাণের রাজ্যে একটি অপূর্ব্ব ভাবরসের মায়া বিস্তার করে। এক একটি কবিতা ভাবের মহত্ত্বে রত্ন বিশেষ।

ভারতী—ইহার কবিতাগুলি প্রকৃতই অমৃতের ন্যায় মধুর, উপাদেয়। নিদারুণ রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া কবি এগুলি রচনা করিয়াছেন, তাই বুঝি সংসার নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার কবিত্ব মহিমায় ইহা এমন সমুজ্জ্বল।

নব্যভারত—এরূপ স্বদেশানুরাগপূর্ণ এরূপ সুধাধারা আর কোথাও দেখা যায় নাই। সদ্ভাবশতকের পর এরূপ অমৃতধারা এ দেশে আর প্রবাহিত হয় নাই। ঘরে ঘরে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রক্ষিত হউক, মুমূর্ষু গ্রন্থকার

দেখিয়া যাইতে সমর্থ হউন যে এদেশে গুণের আদর নির্ব্বাপিত হয় নাই।

সুপ্রভাত—অমৃত প্রকৃতই অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। কবিতাগুলি সব হীরার টুক্‌রা। প্রত্যেকটি মহৎ ভাব পূর্ণ অমূল্য শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

উপাসনা—পুস্তকের অমৃত নাম সার্থক হইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই অমৃতের কণা—এমন সুস্বাদু, এমন সুখ সেব্য, এমন জনহিতকর।

বসুমতী—অদূর ভবিষ্যতে ইহার অনেকগুলি কবিতা 'প্রবচনে' পরিণত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 'অমৃত' যদি বাঙ্গালার গৃহে গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ না করে, তাহা হইলে বলিব, সে দুর্ভাগ্য কবির নহে, সে শোচনীয় দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর।

হিতবাদী—রজনীকান্ত শীর্ণদেহে দীর্ণমনে যে অমৃতের ধারা প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে সত্যসত্যই অমৃত, তাহা কি পাঠকগণকে খুলিয়া বলিতে হইবে? ভাষা প্রাঞ্জল, নীতিসিদ্ধান্তগুলি চিরপরিচিত, ছন্দোবন্ধ অতি সোজা, অথচ লেখার ভঙ্গী সুমধুর, মনে হয় সাধ করিয়া এমন পদ্য পুস্তক পুত্রকন্যার হাতে দেই।

বঙ্গবাসী—কবিতাগুলি বড় মিষ্ট। আজকাল ছাত্রদিগের যে সব পদ্যপাঠ্য আছে, তাহার আলোচনা করিলে বলিতে হয়, অমৃত স্কুল পাঠ্য হওয়া উচিত।

সঞ্জীবনী—লেখক এই কাব্যকণিকার মধ্য দিয়াও তাঁহার অসামান্য কবিপ্রতিভা পরিস্ফুটিত করিয়াছেন।

Bengalee—The book contains 40 lessons, every lesson containing the priceless jewel of a moral maxim.

Indian Daily News—Each piece inculcates moral lessons in the simplest possible language and with homely illustrations.

Statesman—Every piece has its charm.

'আনন্দময়ী' সম্বন্ধে অভিমত।

Bengalee—This is a posthumous publication of a collection of lyrical poems composed by poet Rajani Kanta Sen while in the Medical College Hospital. The subject is *Agomoni* and *Bijoya* and the songs relate to the various stages connected with Mohamaya's exodus to her father's house, her tri-diurnal stay there and finally, her departure for Kailas. They are descriptive of the places and the scences, as well as the metaphysical phenomena prevailing at the different periods of the epoch. This work reminds us of some mediaeval productions on the subject as also the songs of Dasharathi and other poets of the modern age. A careful comparison enables us to hold that poet Rajani Kanta's songs favourably compare with the best of them. In thought and pathos, in elegance of style and flow of language, in sweetness of rythm and music, they are such as (will) (rank) as the brightest (gems) in Bengali lyrical literature. Poet Rajani Kanta's exterior always betrayed a materialistic look articulate with wit and humour and none but those who had the pleasure of knowing him familiarly could know of the under-current of deep devotion that flew in the inmost core of his heart. The present songs lay it bare and present a photograph of the depths of his religious thought. The Durga Pujah, more than any other occasion is the time when the devout Hindu feels with the poet and,

we are sure, these songs echo his sentiments, stage by stage, when sung or read out by or to him. "Kanta" will elate the Hindu mother with Rani Menoka by his songs on Agomoni and will draw profuse tears from her eyes through the Bijoya songs. The book is priced at annas six. It is nicely got up. The book will commend itself to every Hindu on the occasion of the Puja.

বঙ্গবাসী—আনন্দময়ী। স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেন প্রণীত। কলিকাতা ২৮।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিসিং কোম্পানীর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। আগমনী উপলক্ষে কবির রোগশয্যায় আনন্দময়ী রচিত। এ গ্রন্থ কবিত্বভাবে পূর্ণ।

Krishnagar Public Library

৺রজনীকান্ত সেন প্রণীত

নবপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

অভয়া।—'বাণী' ও 'কল্যাণীর' ন্যায় তত্ত্ব ও হাস্যরসের গীতিকাব্য এণ্টিক কাগজে, উৎকৃষ্ট অক্ষরে, সুদৃশ্য ছাপা। মূল্য আট আনা।

আনন্দময়ী।—'আগমনী' ও 'বিজয়া' বিষয়ক চিরকরুণ গীতিকাব্য। মূল্য ছয় আনা।

অমৃত।—সর্ব্বজন প্রশংসিত ক্ষুদ্র নীতি কাব্য, তৃতীয় সংস্করণ মূল্য চারি আনা।

সদ্ভাবকুসুম।—নীতিপূর্ণ সুন্দর কবিতা পুস্তক। ইহাই কবিবরের সর্ব্বশেষ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ মূল্য চারি আন মাত্র।

এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।